ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-139 ■ 25 February, 2025 ■ আগরতলা ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১২ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের ১৯তম কিস্তি

কোন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ কৃষকদের কল্যাণ করতে পারে না ঃ প্রধানমন্ত্রী

ভাগলপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। কংগ্রেস ও আরজেডি-র তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ কৃষকদের কল্যাণ করতে পারবে না। সোমবার বিহারের ভাগলপুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের ১৯-তম কিস্তির অর্থ বন্টনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কৃষির জন্য এই (কংগ্রেস এবং আরজেডি) লোকজন যে বাজেট রেখেছিল, আমরা সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তার থেকে বহুগুণ বেশি টাকা পাঠিয়েছি। কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ এটা করতে পারবে না। এই কাজটি কেবল সেই সরকারই করতে পারে, যে সরকার কৃষকদের কল্যাণে নিবেদিত। কংগ্রেস হোক অথবা জঙ্গলরাজ সরকার (আরজেডি), আপনাদের সমস্যা তাঁদের কাছে কোনও গুরুত্ব পায় না।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আগে যখন বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি হতো, তখন এই মানুষগুলি (আগের সরকারগুলি) কৃষকদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিত। আপনারা যখন ২০১৪ সালে এনডিএ-কে আশীর্বাদ করেছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম এমনটা আর হবে না। এনডিএ সরকার ''পিএম ফসল বীমা প্রকল্প'' তৈরি করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকরা দুর্যোগের সময় ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছেন।'

রাজ্যে ২ লাখ ৮৭ হাজার কৃষক এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ২ লক্ষ ৮৭ হাজার কৃষক কৃষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরাও ৫০ কোটি টাকার অধিক পেয়েছে। এধরনের কর্মসূচি পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে বলে জানা নেই। আগরতলা অরুন্ধতীনগরস্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯তম কিস্তি প্রদান করা হয়। বিহারের ভাগলপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বোতাম টিপে দেশের কৃষকদের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় পুলিশ নিরলস কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশের ১৫০ বছরের এক গৌরবজনক ইতিহাস রয়েছে। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ যেমন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে তেমনি খেলাধুলাতেও ত্রিপুরা পুলিশের একটা সুনাম রয়েছে। আজ আগরতলার উমাকান্ত ফুটবল স্টেডিয়ামে ৭৩তম বি এন মল্লিক স্মৃতি অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-২৫ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও জড়িয়ে রয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। পুলিশের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমানে রাজ্যে শান্তি বজায় রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এই প্রথমবারের মত ৭৩তম বি এন মল্লিক স্মৃতি অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের ২৫টি রাজ্য, ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও ৭টি কেন্দ্রীয় বাহিনী অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৩৬টি দল ও মহিলা বিভাগে ৯টি দল অংশ নিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও গোমতী জেলার ৫টি অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠে আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত এই চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যগুলির খেলোয়াড়দের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিজড়িত পর্যটন কেন্দ্রগুলি দেখার জন্য আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিবেশ বর্তমানে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবোঝাই কমান্ডার জিপ খাদে, শিশু সহ আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। আজ সকালে কাঞ্চনপুরের খসিরাই পাড়ায় একটি যাত্রীবাহী কমান্ডার জিপ গাড়ি গভীর খাদে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ২ শিশু সহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

জানা গেছে, আহতদের মধ্যে শিশু দু'জনের অবস্থা সংকটজনক। তাদের মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। তাদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়িটি দ্রুত গতিতে চলছিল এবং চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এই অবস্থায় স্থানীয়রা এসে দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করে এবং আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন এসে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

৬ দপ্তরে ৩১৫ জন নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ছয়টি বিভাগে বিভিন্ন পদে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ৩১৫ জনকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এই ১৪০টি অডিটর পদ অর্থ দপ্তর পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করবে। এজন্য দপ্তরের অধীনে একটি বোর্ড গঠন করা হবে। পর্যটন মন্ত্রী আরও জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বন দপ্তরের অধীনে ১০৪টি ফরেস্টার (গ্রুপ-সি) পদে নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরও পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। তাছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে সমবায় দপ্তরে ৩০টি বিভিন্ন পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদগুলির মধ্যে রয়েছে অডিটর (সমবায়), ইনভেস্টিগেটর (সমবায়), স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনভেস্টিগেটর ইত্যাদি।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে ৩৪টি আইসিডিএস সুপারভাইজার (গ্রুপ-সি) পদে নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিপিএসসি'র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুলিবিদ্ধ বধূ চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এক তরুণী বধূ। কিন্তু কিভাবে সে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এখনো জানা যায় নি। ওই ঘটনায় আমবাসা উপনগরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্তমানে কুলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে ওই বধূ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আমবাসা উপনগর এলাকার বাসিন্দা তরুণী বধূ নীলিমা রিয়াং (২৭) হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদের অ্যাবসেন্স কমিটির চেয়ারপার্সন হলেন বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। সংসদের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট 'অ্যাবসেন্স কমিটি' - র চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ত্রিপুরা থেকে প্রথম কোনো সাংসদ এই কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হয়েছেন। লোকসভার স্পীকার এই নিযুক্তি দিয়েছেন। এর আগে রাজ্যের কোন সংসদ পার্লামেন্টের কোন কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হননি।

নাবালিকা উদ্ধারের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি।।অপহৃত নাবালিকা উদ্ধারের দাবিতে সোনামুড়া মহাকুমা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছে নাবালিকার পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর থানা এলাকার বাঁশপুকুরে।

জানা যায়, গত ২১ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে বাঁশপুকুর স্থিত নিজ বাড়ি থেকে অপহৃত হয় নাবালিকা মেয়েটি। পরিবারের অভিযোগ, প্রাকৃতিক কাজের জন্য ঘর থেকে বেরোতেই তাকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় অপহরণকারীরা। অপহৃতার পরিবার অভিযোগ করে জানায়, একটি ইকো গাড়িতে করে এলাকারই এক যুবক, নাম ওমর ফারুক, বাড়ি একই থানাধীন বড় নারায়ন এলাকায়, এই অপহরণের সাথে জড়িত।

ঘটনার পরদিন পরিবারের পক্ষ থেকে যাত্রাপুর থানায় ঘটনার বিবরণ জানিয়ে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। তাই, যাত্রাপুর থানা পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়ে নিরুপায় পরিবারের লোকেরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে সংস্কৃত ভাষার অপমান অগ্রহণযোগ্য ঃ প্রভাত মহাপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রফেসর শ্রীনিবাস বারখেডি লোকসভায় ঙ্গঞ্চঞ্জ-সাংসদ দয়ানিধি মারানের সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অযৌক্তিক এবং অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্যের বক্তব্যের উপর একলব্য পরিসরের সমস্ত অধ্যাপকদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে শ্রীনিবাস বরখেডি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা নিয়ে প্রশ্ন ভোনা বিরোধীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য। এছাড়াও, তিনি বলেছিলেন যে, মাননীয় লোকসভার স্পিকার শ্রী ওম বিড়লা জিকেও সংস্কৃতের প্রচারের জন্য অভিনন্দন, তাঁর সংস্কৃত-ভিত্তিক চিন্তাভাবনা এবং ভারত সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে, সারা বিশ্বে সংস্কৃত ক্রমাগত প্রচারিত হচ্ছে। সংস্কৃত শুধু একটি ভাষা নয় বরং সারা বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের বাহন। ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের মূল কাঠামো সংস্কৃত জ্ঞান ছাড়া অসম্ভব। কিছু লোকের সংস্কৃতের বিরোধীতা তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক।

একলব্য পরিসরের সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতের গৌরবময় ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্কৃত মনোজ্ঞ সুধী সমাজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি ত্রিপুরার রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

একদিনে একই বাড়িতে শিশু ও যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। সুভাষ নগর নাহাপাড়া এলাকায় একমাস ৬ দিনের শিশুর মৃত্যু এবং এক যুবকের আত্মহত্যা ঘিরে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব থানা অন্তর্গত সুভাষনগর নাহাপাড়া এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। একই বাড়িতে মৃত্যু হয় ৬ মাসের বাচ্চার। অপর দিকে সুমন সরকার নামে যুবক তার নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেন বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি-র ইংরেজী পরীক্ষা আজ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। রাজ্যের ৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে আজ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সারা রাজ্যে ২১,২১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৯,৭৬৩ ও ছাত্রী ১১,৪৫১ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ৯,৬৯৭ জন ছাত্র ও ১১,৩৬৪ জন ছাত্রী। ৬৬ জন ছাত্র ও ৮৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.২৮ শতাংশ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী বিজয়কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, বাণীবিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, প্রগতি বিদ্যাভবন''র পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। পর্ষদের সচিব ড. দুলাল দে এবং ওএসডি অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং দীপ্তাংশু প্রকাশ দত্ত বিজয়কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাস্থল পরিদর্শন করেন। আগামীকাল মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা আলিম''র ইংরেজী বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এদিকে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি-র ইংরেজী পরীক্ষা আজ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। রাজ্যের ৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে আজ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সারা রাজ্যে ২১,২১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৯,৭৬৩ ও ছাত্রী ১১,৪৫১ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ৯,৬৯৭ জন ছাত্র ও ১১,৩৬৪ জন ছাত্রী। ৬৬ জন ছাত্র ও ৮৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.২৮ শতাংশ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী বিজয়কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, বাণীবিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, প্রগতি বিদ্যাভবন''র পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। পর্ষদের সচিব ড. দুলাল দে এবং ওএসডি অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং দীপ্তাংশু প্রকাশ দত্ত বিজয়কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়লো বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই বিশ্রামগঞ্জ বাঁশতলী ভিলেজের আইপিএফটি ভাইস প্রেসিডেন্টের বসতঘর। বিধ্বংসী আগুনে গ্রাস করে নিলো বিশ্রামগঞ্জ বাঁশতলি এডিসি ভিলেজের বয়রামুড়া এলাকার পিন্টু দেববর্মার বসতঘর। পিন্টু দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন আইপিএফটি ভাইস প্রেসিডেন্ট। সোমবার সকালে পিন্টু দেববর্মা রান্না ঘরে আচমকাই গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে আগুন গ্রাস করে নেই পুরো ঘর। রান্না করেছিল প্রচুর পরিমাণে রাবার সিট। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউদাউ জ্বলে ওঠে। আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে গোটা ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ এসটিজিটিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ফের অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ এবং একত্রে নিয়োগের দাবিতে টিআরবিটি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এস টি জি টি চাকুরী প্রত্যাশীরা।

জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, গত ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষা দেওয়ার ৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর।

এ ---বিষয়ে একাধিকবার টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও কোন জবাব মিলছে না। এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আছে। প্রায় ১৮০৮৭টি এসটিজিটি শূণ্যপদ রয়েছে। তারপর টিআরবিটি এসটিজিটি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করছেনা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল আইনগত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না।

কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। তবু টি আর বিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না।

তাই আজ আবারও অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে টি আর বি টি দপ্তরে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। সাথে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী নিকট গুরুত্বপূর্ণ সহকারে এবিষয়টি দেখার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জাগরণ আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ইং
১২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মোদির ট্রাম্পের কথায় পাকিস্তানের গোঁসা

ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানের বড় গোঁসা। কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে যে বৈঠক হইয়াছে, তাহাতে দুই নেতাই সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়া একমত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদ যেভাবে ছড়াইতেছে , তাহাতে উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। এই সন্ত্রাসবাদকে শিকড় শুদ্ধ উপড়িয়া ফেলিবার ব্যাপারে উভয় নেতাই একমত হইয়াছেন। সন্ত্রাসবাদ দমনে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে। বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে এই সন্ত্রাসবাদ যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা এখনই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না আনিতে পারিলে বড় বিপদের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে ব্যাপারে মোদী-ট্রাম্প একমত হইয়াছেন।

এই সন্ত্রাসবাদে প্ররোচনা এবং উস্কানি দেওয়ার পিছনে ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তনের নাম করা হইয়াছে। বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক। পাকিস্তানের তরফ থেকে বলা হইয়াছে, এই যৌথ বিবৃতি একতরফা, ভ্রান্ত এবং কূটনৈতিক নীতির পরিপন্থী। পাক বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র শওকত আলি খান এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন, সম্প্রতি ভারত-আমেরিকার তরফে যৌথ বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর পিছনে পাকিস্তানের মদত রহিয়াছে বলিয়া বলা হয়। এই দুই নেতার বিবৃতি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। তিনি দাবি করেন, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে। ‘তাহার পরেও এই বিবৃতি এবং তাহাতে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত
হইয়াছি। এই ধরনের একতরফা বিবৃতির আমরা কঠোরভাবে নিন্দা করিতেছি।উল্টে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের এই মুখপাত্র ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর অভিযোগ আনেন। সেই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মুসলিম সহ অন্যান্য সংখ্যআলঘু সম্প্রদায়ের উপরে চরম নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন। ভারতের মদতেই তাহাদের ওপর এই পীড়ন চলিতেছে বলিয়া পাক মুখপাত্র বলেন। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সবসময়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেছে। পাকিস্তান তাই শান্তির পক্ষে, মানবতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে। ভারতকে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন নিতেছে তাহা নিয়াও উদ্বেগ জানাইয়াছে পাকিস্তান। তাহা ছাড়া ভারতকে সামরিক প্রযুক্তি সরবরাহ নিয়া যে পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে, তাহাও পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তিও বিঘ্নিত হইবে বলিয়া পাকিস্তান মনে করে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আনা এই সব অভিযোগ নিয়য়া মুখ খোলেননি নয়াদিল্লি। পাকিস্তানের গোঁসা হওয়ারই কথা। কারণ চোরের মায়ের বড় গলা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদ যেভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার দায় পাকিস্তান অস্বীকার করিতে পারে না। পাকিস্তান আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হইলেও, জঙ্গি তৎপরতাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। পাকিস্তানে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিতে বিপুল অর্থ খরচ করে। অথচ নিজের দেশে দারিদ্র ও বেকারিত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধিতে নাকাল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রসারে পাকিস্তান কখনও থামিয়া নাই।তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও আমেরিকার সদ্য শপথ নেওয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই নেতাই সন্ত্রাসবাদের প্রসার নিয়া উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই সন্ত্রাসবাদ নিয়া কথা উঠিলেই পাকিস্তানের কথা আসিতেছে। দুই নেতাই সন্ত্রাসবাদ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া কথা হইয়াছে। পাকিস্তান নামক দেশটি জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের সঙ্গে দ্বৈরথের ভূমিকা নিয়া চলিয়াছে। কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের সদ্য আর্থিক অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যপ্রাপ্ত জঙ্গিরা তখন থেকেই তৎপর। আজও সেই জঙ্গিদের নাশকতামূলক কাজ অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। পাকিস্তানে এ পর্যন্ত যত সরকারই আসিয়াছে, তাহারা ভারত বিরোধিতার মনোভাব নিয়াই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে। পাকিস্তানের এই মনোভাবের জন্য কোনও সময়েই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নতি হয়নি। পাক সেনা কর্তৃপক্ষ কখনওই চায় না ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক গড়িয়া উঠুক।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে অংশ নিল না ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিলেন না ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের সদস্যরা। স্পষ্ট করে জুনিয়র চিকিৎসকদের এই সংগঠন জানিয়ে দিল চিকিৎসা কেবল সেবা নয়, তা হল মানুষের অধিকার।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিকিৎসকদের সভার আগে এই কথা মনে করিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়ে দিলেন, আর চিকিৎসার অধিকার পাওয়া জন্য বৈঠকে হাজির না হয়ে বরং এবার পথে নামবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট।

প্রসঙ্গত, আর জি কর ধর্ষণ ও খুন-কাণ্ডের পর কেটে গিয়েছে ৬ মাস। তারপর প্রথমবার রাজ্যের চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখোমুখি বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ধনধান্য অডিটোরামে চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল কথা হল, চিকিৎসার অপর নাম সেবা। এই সভার আয়োজন করে স্টেট গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে এই সভাকে ঘিরে তৈরি হয় একাধিক প্রশ্ন। চিকিৎসক সংগঠনের কথায়, এর আগের নবান্নের সভা ঘরে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জুনিয়র ডাক্তারদের যে সমস্ত আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার কোনটাই এখনও পূরণ হয়নি। তাই এই সভাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন তাঁরা।

তারই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট মনে করছে, এই সভাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ নেওয়ার নামে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নতুন করে তৈরি হয়েছে থ্রেট কালচার এবং লবি।

“আত্মা মারা গেলেও তার মধ্যে একটা বোধ থাকে”, মন্তব্য মমতার

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): “আত্মা মারা গেলেও তার মধ্যে একটা বোধ থাকে। তার প্রাণটা কিন্তু থাকে অনেকক্ষণ।” শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাপ্রসঙ্গে সোমবার চিকিৎসকদের সম্মেলনে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “বই থেকে এটা জেনেছি। আমি রিসার্চ করিনি”।

এসএসকেএম হাসপাতালে সম্প্রতি শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আগে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিনের কথা উল্লেখ করে মমতা এদিন বলেন, “আমি গিয়ে ডাকলাম। প্রতুল দা ও প্রতুল দা, আমি মমতা। বিশ্বাস করুন উনি চোখ খুললেন, চোখ দুটো জলে ভরে গেল। হঠাৎ পালস ড্রপ করে গেল ৯৫ থেকে ৯৩-তে। হৃদয়ে ব্যাথা হচ্ছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। দুটো হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন কি না জানিনা। ইশারায় বললেন পারবেন না।”

মমতা বলেন, “হাজারটা ভাল করলেও সামাজিক মাধ্যমে সেগুলো বার হবে না। একটা খারাপ কাজ করলে এমন প্রচার হয়, যাতে মনে হয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেউ কোনও কাজ করছেন না।”

কিংবদন্তি চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তি মানুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

পাটনার এক গরীব পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা তাঁর। একসময় অর্থাভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালাতেন। মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে ডাক্তারি জীবন শুরু করার পর হারিয়েছিলেন নিজের প্রেমিকাকেও। কেবল ডাক্তারিতে তাঁর মাসিক আয় ৫ টাকা বলে। জীবনে আর বিয়ে করার সুযোগটাও পাননি।

একজন কিংবদন্তি চিকিৎসক, একজন কিংবদন্তি রাজনীতিবিদ, একজন প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তি মানুষ তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বলতেন, ‘আমার কাছে সমস্ত রোগীরা সৃষ্টিকর্তার অসীম দান।’ আজো গোটা ভারতে তাঁর জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে পালিত হয় জাতীয় চিকিৎসক দিবস।

তাঁর রোগীর তালিকায় কে ছিলেন না? ভিভিআইপি থেকে শুরু করে পথের ভিখারি অব্দি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো কিংবদন্তিরা। আরো যোগ করি; মাদার তেরেসা, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলিও ছিলেন তাঁর রোগীর তালিকায়।

বিধানচন্দ্রের রায়ের জন্ম বিহারের পাটনার বাঁকিপুরে ১৮৮২ সালের পহেলা জুলাই। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা প্রকাশচন্দ্র রায় ও মা অঘোরকামিনী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। প্রকাশচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে। সরকারি চাকুরিজীবী প্রকাশচন্দ্র একসময় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা ও ‘নববিধান’ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন বিধানচন্দ্রের নাম রেখেছিলেন ‘বিধান’।

ডাঃ বিধানচন্দ্রের লেখাপড়ার সূচনা হয়েছিলো এক গ্রাম্য পাঠশালায়। পরে পাটনার টি কে ঘোষ ইনস্টিটিউশন এবং তারপর পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা শেষে পাটনা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৯৫ সালে। এর পরের বছরই মাকে হারান বিধানচন্দ্র রায়। ১৮৯৭ সালে পাটনা কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন একই কলেজে গণিত বিভাগে বিএ তে। একসময় অর্থাভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালাতেন বিধান চন্দ্র রায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পুরুষ নার্স হিসেবেও কাজ করেছেন। এত কাজের মধ্যে বই খাতা উল্টে দেখার সময় পেয়ে উঠতেন না।অথচ ডাক্তারি পড়বার বাসনা ছিলোনা এই কিংবদন্তি চিকিৎসকের।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফর্মের জন্য আবেদন করেছিলেন। ডাক্তারির ফর্মটা আগে আসায় ওইটাই আবেদন করলেন। পূরণ করে পাঠিয়ে দিলেন। পরে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফর্ম আসায় আর আবেদন করলেন না। ভাগ্যের পরিহাস, পরবর্তী জীবনের এই কিংবদন্তি চিকিৎসক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস পরীক্ষায় ফেলও করেছিলেন। ভেঙে পড়েননি, ডাক্তারি পড়ার বাসনাও ত্যাগ করেননি। এমবিবিএস পাশ করার পরে ডাক্তারি পেশায় যুক্ত হয়েছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর তখন মাসিক আয় ছিলো ২ টাকা। দারিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করে আরও বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে মাত্র ১২০০ টাকা হাতে বিলেতে পাড়ি দিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ডাক্তার হবেন, মানুষের সেবায় নিয়োজিত করবেন জীবন। অদম্য চেষ্টা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়নি। বিলেত থেকে মাত্র দুবছরের মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসেন এমআরসিপি আর এফআরসিএস ডিগ্রি নিয়ে। কলকাতা ফিরেই মাত্র ৫ টাকা বেতনে ডাক্তারি পেশায় যুক্ত হলেন তিনি। তখন কলকাতার খ্যাতনামা এক ডাক্তারের বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত ছিল তাঁর। বয়সের স্বভাবে সেই ডাক্তারের মেয়ের প্রেমে পড়লেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। শোনা যায় মেয়েটির নাম ছিল কল্যাণী। কিন্তু সেখানেও একরাশ হতাশাই প্রাপ্য ছিল তাঁর জন্য। মেয়েটির বাবা তখন কলকাতার মস্ত বড় ডাক্তার। যুবক ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে ডেকে তাঁর মাসিক আয় জিজ্ঞাসা করলেন। মাত্র ৫ টাকা আয় শুনে হেসে মেয়ের বাবা বললেন, তাঁর মেয়ের সারাদিনের হাত খরচও ৫ টাকা নয়।

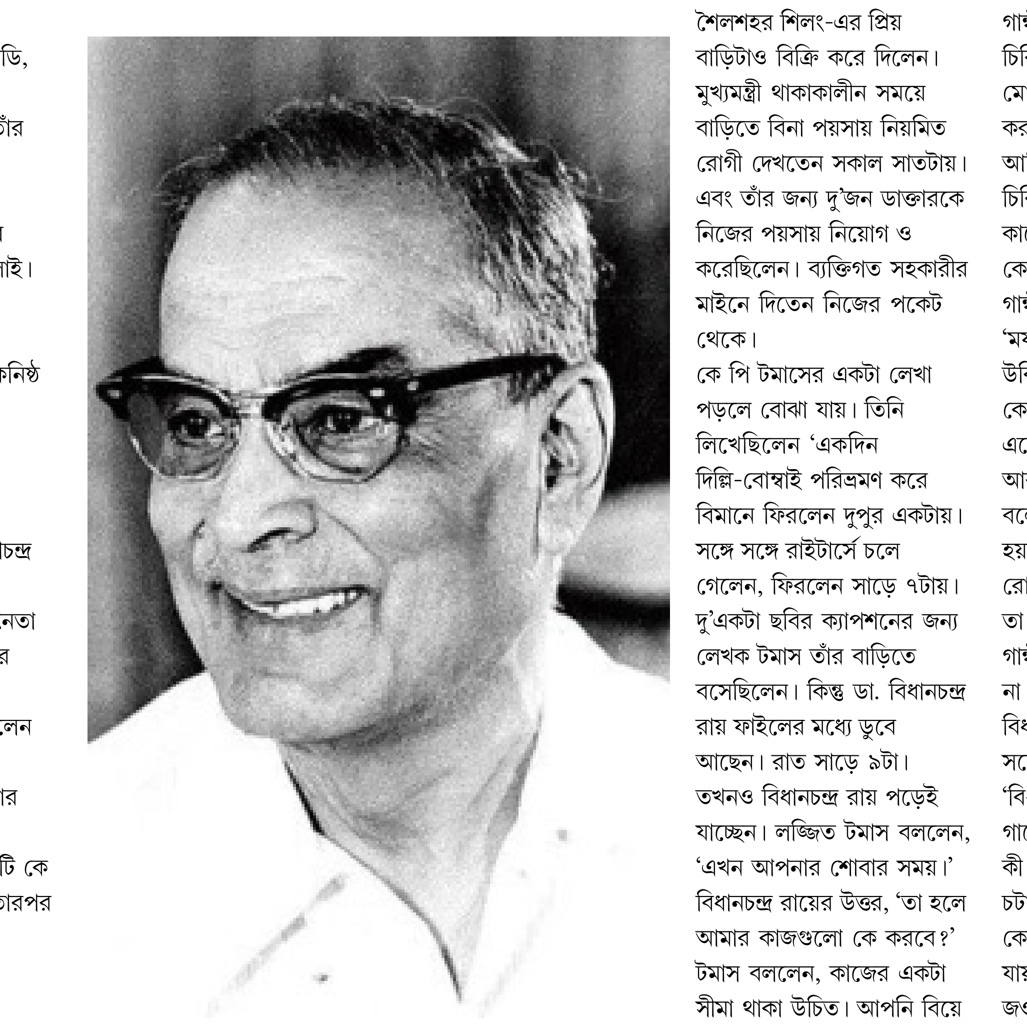

শেষমেশ মেয়ের বাবার অনিচ্ছায় মনে মনে ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে স্বপ্নের বুননে ছেদ পড়লো তাঁর। সেদিন ফিরে এসেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। অদম্য সংকল্প নিয়েছিলেন জীবনে অন্য কোন নারীকে বিয়ে করবেন না। সব ভুলে পা রেখেছিলেন রাজনীতিতে। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি। এর কিছুদিনের মধ্যে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। মহাত্মা গান্ধির ডাকে কংগ্রেসেও যোগ দিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর একটা ছবি বিক্রি করে বিধানচন্দ্র কিছু টাকা তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের একটা ছবি নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বললেন ‘এর উপর একটা কবিতা লিখে দিন।’ রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘ডাক্তার, এ তো প্রেসক্রিপশন করা নয়। কাগজ ধরলে আর চটপট করে লেখা হয়ে গেল!’ বিধানচন্দ্র রায় বললেন ‘বেশ অপেক্ষা করছি।’ কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছবির উপর সেই অপূর্ব কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘এসেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।’

শোনা যায়, দিল্লির এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বিধানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে যে তিনি জওহরলাল নেহেরুকে বলেছিলেন, লাট সাহেবের পদে না বসিয়ে একে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিন।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পর বিধানচন্দ্র এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মদিনে মানে ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি। আর এর মাত্র সাতদিন পরেই নিহত হলেন মহাত্মা গান্ধী। যখন ডা. বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন তার আগের মাসে তাঁর ডাক্তারি থেকে আয় হয়েছিলো ৪২০০০ টাকা অথচ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিজেই নিজের মাসিক বেতন ঠিক করলেন ১৪০০ টাকা। তখন তাঁর বয়স ৬৫। কাছের মানুষদের বলতেন, ‘দশটা বছর কম হলে ভাল হত।’ তার উপর তখন তাঁর চোখের সমস্যা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতেন এবং খুব লম্বা কিছু পোড়তে পারতেন না। এই জন্যই বোধ হয় নিন্দুকেরা প্রচার করেছিল, ডা. রায় বাংলার বিখ্যাত লেখকদের কোনও লেখাই পড়েন না!

অথচ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে তিনি খুবই খাতির করতেন। এবং স্বাভাবিক সৌজন্যে বলতেন, লেখার অভ্যাসটা যেন ছেড়ে দেবেন না। সত্যজিৎ রায়ের তখনকার অসমাপ্ত চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালী’ তিনি দেখেছিলেন এবং সরকারি নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে এই চলচ্চিত্রের সরকারি প্রযোজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর আগে বিভূতিভূষণ যে তখন মারা গেছেন তাও তিনি জানতেন না, বইটি পড়া তো দূরের কথা। একবার কলকাতার পুলিশ সদর দফতর লালবাজারের একটি বিশেষ বিভাগ পত্রপত্রিকা ও বাংলা বইয়ে আপত্তিকর অংশ সম্বন্ধে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল পুলিশের নজরে পড়েছেন বলে গুজব রটলো। তাঁরা তখন ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে তারাশঙ্কর ও সজনীকান্ত দাসকে ধরলেন। এরপর লেখকরা দলবদ্ধ হয়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, ‘নামী সাহিত্যিকদের বই অশ্লীল বলে বাজেয়াপ্ত হবে এ কেমন কথা!’ বিধানচন্দ্র বললেন, ‘তাই নাকি, এটা তো বড় অন্যায় ব্যাপার। রুনুকে ডাকো।’ পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব রুনু গুপ্ত আসতেই ডা. বিধানচন্দ্র রায় বললেন, ‘এ কি সব তুঘলকি কাণ্ড। বিখ্যাত লেখকদের বই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করছে, গ্রেফতারের ভয় দেখাচ্ছে।’

রুনু গুপ্ত বললেন, ‘আইনের ধারা অনুযায়ী পুলিশ কাজ করছে।’ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, ‘ওসব আইনটাইন কী আছে দেখে পাল্টাতে বলো। তাঁদের অসম্মান করে এবং চটিয়ে সরকার চালানো যায়?’ এরপর তারাশঙ্কর ও অন্যান্য লেখকদের বললেন, ‘আমি বলে দিচ্ছি, পুলিশ আপনাদের আর বিরক্ত করবে না।’ এরপর সচিবকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, ‘তুমি পুলিশকে বলে দাও, তাঁদের বাদ দিয়ে সিনেমার পোস্টারে যে সব প্রায়-ল্যাংটো মেয়েদের ছবি ছাপে সেগুলো আটকাতে।’

১৯৪৮ থেকে বাংলার ইতিহাসের কঠিনতম সময়ে বিধানচন্দ্র রাইটার্সের লালবাড়িতে সাড়ে ১৪ বছর বছর বসেছিলেন। প্রথম দু’বছর তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছিলেন। জমি বিক্রি করলেন, শেয়ার বিক্রি করলেন, এমনকী শৈলশহর শিলং-এর প্রিয় বাড়িটাও বিক্রি করে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে বাড়িতে বিনা পয়সায় নিয়মিত রোগী দেখতেন সকাল সাতটায়। এবং তাঁর জন্য দু’জন ডাক্তারকে নিজের পয়সায় নিয়োগ ও করেছিলেন। ব্যক্তিগত সহকারীর মাইনে দিতেন নিজের পকেট থেকে।

কে পি টমাসের একটা লেখা পড়লে বোঝা যায়। তিনি লিখেছিলেন ‘একদিন দিল্লি-বোম্বাই পরিভ্রমণ করে বিমানে ফিরলেন দুপুর একটায়। সঙ্গে সঙ্গে রাইটার্সে চলে গেলেন, ফিরলেন সাড়ে ৭টায়। দু’একটা ছবির ক্যাপশনের জন্য লেখক টমাস তাঁর বাড়িতে বসেছিলেন। কিন্তু ডা. বিধানচন্দ্র রায় ফাইলের মধ্যে ডুবে আছেন। রাত সাড়ে ৯টা। তখনও বিধানচন্দ্র রায় পড়েই যাচ্ছেন। লজ্জিত টমাস বললেন, ‘এখন আপনার শোবার সময়।’ বিধানচন্দ্র রায়ের উত্তর, ‘তা হলে আমার কাজগুলো কে করবে?’ টমাস বললেন, কাজের একটা সীমা থাকা উচিত। আপনি বিয়ে করেননি। তাই চলছে। আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থাকলে তাঁরা আপনাকে বিশ্রামের কথা বলতেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের তাৎক্ষণিক উত্তর, ‘আপনি জানেন না, কাজের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে!’

অথচ এতো বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন যাত্রা ছিলো অতি সাধারণ। ভোর পাঁচটায় উঠে গীতা ও ব্রহ্মস্তোত্র পড়ে, গোসল সেরে, সাড়ে ৬টায় সকালের খাবার খেয়ে, দু ঘণ্টা ধরে বিনামূল্যে ১৬ জন রোগী দেখে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আসতেন সবার আগে।.

সকালের নাস্তায় থাকতো একটি টোস্ট, একটি ডিম, বেলের শরবত অথবা পেঁপে ও এক কাপ কফি। খুবই মিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। সাধারণত বাইরে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন না। বলতেন, ‘হসপিটালিটি অনেক সময় হসটিলিটি না হয়ে যায়।’ রাইটার্সে সকাল ন’টা থেকে দশটা জরুরি ফাইল দেখতেন তিনি। তারপর সচিবদের সঙ্গে আলোচনা।

.দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা, তারপর তাঁর চেম্বারে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম করতেন। পরবর্তী সময়ে অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ি চলে এসে খাওয়াদাওয়া করে সামান্য বিশ্রামের পরে আবার রাইটার্স। এবং সেখানে রাত ৮টা পর্যন্ত। দিনে কয়েকবার গোসল করতেন দিনে। এবং সবাইকে বলতেন রাত ন’টার মধ্যে শুয়ে পড়া ভালো।.

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রভাবে রাইটার্সের বড় বড় অফিসাররাও অভ্যাস পাল্টালেন। এর আগে তাঁরা ১১টার আগে হাজিরা দিতেন না। তখন ১১টায় এসে বড় বড় অফিসাররা ১টায় দুপুরের খাবার খেতে বেরোতেন, ফিরতেন ৩টায় এবং সাড়ে চারটে বাজলেই ছুটি হতো।.

পুণের আগা খাঁ প্যালেসে তখন বন্দী মহাত্মা গান্ধী, সব রকম ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, মৃত্যুর খুব কাছে যেন চলে গেছেন। ইংরেজ জেলার তাঁর চিতার জন্য চন্দন কাঠও জোগাড় করে রেখেছেন। গান্ধীকে বিধানচন্দ্র রায় বললেন, ‘একটা ওষুধ তিনি গ্রহণ করেন।’ কিন্তু গান্ধী রাজি নন, কঠিন ভাবে বললেন, ‘কেন আমি তোমার কথা শুনব? তুমি কি এদেশের চল্লিশ কোটি মানুষকে আমার মতো বিনামূল্যে চিকিৎসা করো?’

বিধানচন্দ্র রায় বললেন ‘না গান্ধীজি, সবাইকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, কিন্তু মোহনদাস গান্ধীকে চিকিৎসা করার জন্য এখানে আসিনি, আমি এসেছি এমন একজনকে চিকিৎসা করতে যিনি আমার কাছে আমার দেশের চল্লিশ কোটি মানুষের প্রতিনিধি।’. গান্ধী উত্তরে বলেছিলেন: ‘মফস্বল আদালতের থার্ড ক্লাস উকিলের মতন তর্ক করছো কেন? ঠিক আছে, ওষুধ নিয়ে এসো, আমি খাবো।’.

আর একবার ডা. বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, “উকিল হয়ে আমি হয়তো আরও অনেক বেশি রোজগার করতে পারতাম, কিন্তু তা হলে আমি তো মহামানব গান্ধীর চিকিৎসা করতে পারতাম না।’ একবার স্বয়ং গান্ধীর সামনে বিধানচন্দ্রের দেহ প্রশস্তি করে সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, ‘বিধান, তুমি হাসলে এখনও গালে টোল পড়ে ব্যাপারটা কী?” ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চটাচট দিয়েছিলেন, সেই টোলে কেন বয়োজ্যেষ্ঠর নজর পড়ে যায়।’.

জওহরলাল নেহরু ও বিধানচন্দ্র রায়ের চিঠিগুলো খুঁটিয়ে পড়লে অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, বহু কিছুর মধ্যেই তাঁর বন্ধুত্ব যে কি অনন্য তা তেড় পাওয়া যায়। চিঠিতে বহু কথার মধ্যে নেহেরু বিধানচন্দ্র রায়কে লিখেছেন, .‘কলকাতা থেকে গোটা বারো ডাব পাঠিয়ো। ইন্দিরার পেটের রোগ কমছে না।’ এক সময় গোটা ভারতের ধারণা ছিল, কলকাতার ডাবই পৃথিবীর সেরা। পরের দিন একজন বিড়লা দেখা করতে এলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বললেন গোটা কয়েক ডাব আজকেই প্রাইভেট বিমানে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।.

পরিবারের প্রিয় চিকিৎসক বিধানের ওপর এতই বিশ্বাস যে ইন্দিরার অস্ত্রোপচারের জন্য নেহরু তিনি কলকাতাকেই নির্বাচন করেছিলেন। আবার নানা বিষয়ে দু’জনের মধ্যে বাকি বিতান্ডাও হতো। সেই সব চিঠি এত দিন পরে পড়তে পড়তে কি যে ভালো লাগে!.

মুখ্যমন্ত্রী হবার কিছুদিন পরেই একবার বিধানচন্দ্র রায়ের জ্বর হয়েছিলো। অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনার অসুখ হলে কে আপনার চিকিৎসা করে?’ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উত্তর দিয়েছিলেন, ‘ বিধান রায়। আয়নার দিকে তাকাই আর অমনি সেই প্রতিচ্ছবি বি সি রায় আমার চিকিৎসা করে।’.

একবারের ঘটনা। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে এক বীমা কোম্পানির বোর্ড মিটিং চলছে। সেখানেই তিনি বললেন, ‘এক রোগী একটা ছুরি গিলে ফেলেছেন। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ প্রথম ডোজ দিল, অমনি পেটের ছুরির ফলার ধারটা ভেঁতা হয়ে গেল। দ্বিতীয় ডোজে ছুরির ফলাটা কাঠের হাতলের ভাঁজে ঢুকে গেল। তৃতীয় ডোজের পরে ছুরিটি সর সর করে বেরিয়ে এল রোগীর কোনও ক্ষতি না করে!’. নিজের পেশার ডাক্তারদের নিয়েও তিনি ভীষণ মজা করতেন। হায়দরাবাদের এক সভায় তিনি ভাষণ শেষ করেছিলেন এই গল্পটি বলে, ‘লন্ডনের উপকণ্ঠে একদল গুন্ডা পিস্তল দেখিয়ে একটা বাস থামালো। তাদেরই একজন বাসে উঠে প্রত্যেক যাত্রীর টাকার ব্যাগটা হাতিয়ে নিচ্ছিল। সবার শেষে বাসের শেষ প্রান্তে এক বুড়োর কাছে দাঁড়াল। বুড়ো তার ব্যাগ খুলে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, “দেখো ছোকরা তোমার বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি ডাক্তার। আমরা ডাক্তাররা মানুষের টাকা আর জীবন দুই-ই নিয়ে থাকি।’.

বিধানচন্দ্র রায় ছোটবেলা থেকেই অসুস্থ থাকতেন মাঝেমাঝে। তাঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাক করেছিল ১৯৩০ সালে, তখন তিনি কংগ্রেসের কাজে আহমেদাবাদ থেকে দিল্লির পথে। এই হার্ট অ্যাটাক নিয়ে তেমন হইচই হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক হয় যখন মুখ্যমন্ত্রী তিনি। এবারেও তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যেতে হয়নি। শুধু দৈনিক রুটিনের পরিবর্তন করে দুপুরে ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতে আসতেন এবং বাড়িতেই ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আবার রাইটার্সে যেতেন।.

কিন্তু রাইটার্সে সেদিনই ছিলো তাঁর শেষ দিন। নিমপীঠের এক সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, ‘শরীর যেমন ঠেকছে কাল নাও আসতে পারি।’ মাথায় তখন যন্ত্রণা। পরের দিন তাঁর বাড়িতে ডাক্তার শৈলেন সেন ও যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হলো। তাঁদের সিদ্ধান্ত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ৩০শে জুন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর প্রিয় বন্ধু ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন, “আমি তিরিশ বছর হৃদরোগের চিকিৎসা করে আসছি, আমার কতটা কী হয়েছে আমি তা ভাল করেই বুঝতে পারছি। কোনও ওষুধই আমাকে ভাল করতে পারবে না।’

.ওই দিন তাঁর আত্মীয়স্বজনরা এলেন। গৃহকর্মী কৃত্তিবাসের হাত থেকে এক গ্লাস মালটার রস খেলেন। বন্ধু সার্জন ললিতমোহনকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, ‘ললিত আমার গুরুও বটে, ওর কাছ থেকে কত কিছু শিখেছি।’.

তারপর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে বললেন, ‘আমি দীর্ঘ জীবন বেঁচেছি। জীবনের সব কাজ আমি সমাধান করেছি। আমার আর কিছু করার নেই।’ এরপরেই চিরতরে ঘুমিয়ে গেলেন তিনি।.

বিধানচন্দ্র রায় বলতেন, ‘তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা করো, এবং বাকিটা ভগবানের উপর ছেড়ে দাও।’ কখনোবা কলকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁর প্রিয় শিক্ষক কর্নেল লুকির একটা উক্তির কথা উল্লেখ করে বলতেন, ‘হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করে হেরে যাওয়া ভাল।’ মা বাবার কাছ থেকে তিনটি জিনিস শিখেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। বলতেন, মা বাবার কাছে আমি শিখেছিলাম তিনটি জিনিস। ‘স্বার্থহীন সেবা, সাম্যের ভাব এবং কখনও পরাজয় না মেনে নেওয়া।’ **সৌজন্যে বার্তা টুডে**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হাইওয়েতে ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচতে প্রাণ খোয়াতে হল তরুণীকে

দুর্গাপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় সড়কে ইভটিজিংয়ের ঘটনা। রবিবার গভীর রাতে পানাগড়ে এক তরুণীকে ধাওয়া করে উত্যক্ত করল মত্ত ইভটিজাররা। বারবার ওভারটেক করে, কটূক্তি ছুঁড়ে, হাত দেখিয়ে গাড়ি থামানোর চেষ্টা চলে। এরপরই তরুণীর গাড়িকে ধাক্কা দিলে সেটি উল্টে যায়, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। গুরুতর জখম হন তাঁর দুই সহকর্মী। ঘটনার পর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় (২৭), তিনি চন্দননগরের বাসিন্দা এবং পেশায় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মী ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি চন্দননগর থেকে সহকর্মীদের নিয়ে বিহারের গয়া যাচ্ছিলেন। বাকি তাঁর নৃত্যদল ট্রেনে রওনা দেয়। গাড়িচালক রাজদেব শর্মার অভিযোগ, জাতীয় সড়কের গলসীর পারাজ মোড় থেকে বের হতেই সাদা রঙের একটি গাড়ি তাঁদের পিছু নেয়। গাড়িতে থাকা ৫ জন মত্ত যুবক অশালীন ইঙ্গিত করতে থাকে। কখনও ওভারটেক করে, আবার কখনও পাশ লাইট ও হাত দিয়ে থামানোর চেষ্টা করে। এরপরই তাঁদের গাড়িকে ধাক্কা দেয় ইভটিজারদের গাড়ি। প্রাণভয়ে পানাগড় বাজারের দিকে মোড় নেন চালক। সেখানেই ফের ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।

তরুণীর এক সহকর্মী মিন্টু মণ্ডল জানান, ছেলেগুলো মত্ত ছিল, গাড়িতেই মদ খাচ্ছিল। আমাদের গাড়ি থামালে ম্যাডামকে তুলে নিয়ে যেত। তাই ঝুঁকি না নিয়ে লোকালয়ের রাস্তা ধরেছিলাম। দুর্ঘটনার পর ওদের গাড়ির চাবি কেড়ে নিলে তারা আমাকে মারধর করে পালিয়ে যায়।কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে, তবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা যায়নি।

এদিকে জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। ১৭ কিমি দীর্ঘ ওই সড়কে ৩টি থানার এলাকা থাকলেও পুলিশি টহলদারি কোথায় ছিল, তা নিয়ে উঠেছে বিতর্ক। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন, জাতীয় সড়কে পুলিশের টহলদারি নেই, ফলে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য, রাজ্যে মদের লাইসেন্স বাড়ানোর ফলেই অপরাধ বাড়ছে। জাতীয় সড়কে সিসিটিভি থাকা সত্ত্বেও কেন নজরে পড়েনি, সেটাই প্রশ্ন।তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁকসা ব্লকের হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি কুলদীপ সিং বলেন,খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

মৃতার মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ৮ মাস আগে স্বামীকে হারিয়েছি। মেয়েই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। ওর স্বপ্ন ছিল বড় কিছু করার। যারা আমার মেয়ের জীবন কেড়ে নিল, তাদের কঠোর শাস্তি চাই।কাঁকসা এসিপি সুমন জয়শওয়াল জানান, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে।

নারায়ণ তুমি আরও সিরিয়াস হও... স্বাস্থ্য সচিবকে সতর্ক করলেন মমতা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে ফের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নাম করে সোমবার বলেন ''নারায়ণ, তুমি আরও সিরিয়াস হও। নিজেদের যোগাযোগ আরও বাড়াও।''

এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিবকে বলেন, ''তোমাকে আরও আইএএস দিয়েছি। আমার খারাপ লেগেছিল শুনে, সুপ্রিম কোর্টে একজন বলেছিলেন, বাংলার হাসপাতালে তুলো পাওয়া যায় না।'' তিনি বলেন, ''কোনও ভাবেই মেয়াদ উত্তীর্ণ 'এক্সপায়ার্ড ওষুধ' স্যালাইন ব্যবহার করা যাবে না। প্রতি ৩ মাস অন্তর পরীক্ষা করবেন সুপার, প্রিন্সিপালরা।'' মমতা বলেন,''নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে বলব সব মেডিক্যাল কলেজে স্পোর্টস ও কালচারাল সক্রিয়তা বাড়ুক। কলেজ টু কলেজ প্রতিযোগিতা হোক। হাসপাতালের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক। মানসিকতার বিকাশ হোক। ইএসআই কর্পোরেশনের ডাক্তারদের জন্য আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা করব। সিনিয়রদের বলব, জুনিয়রদের ওপর সব ছেড়ে দেবেন না। আপনারা আট ঘণ্টা অন্তত সরকারি হাসপাতালে দিন। কোনও জরুরি রোগী থাকলে সরকারি হাসপাতালে ডেকে নিয়ে চিকিৎসা করুন। প্রসঙ্গত, আর জি কর-কাণ্ড এবং তার পরবর্তী আন্দোলনে বার বার প্রশ্ন উঠেছিল স্বাস্থ্যসচিবের ভূমিকায়। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম দাবি ছিল স্বাস্থ্যসচিব পদ থেকে নিগমের অপসারণ। তবে মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই পাশে থেকেছেন নিগমের। প্রতি বারই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবি মানা সম্ভব নয়। নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার, হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ ১০ দফা দাবিতে সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অনির্দিষ্টকাল অবস্থানে বসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ওই ১০ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ। মমতা সেখানে আচমকা চলে যান। তার পরে তাঁর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের একাধিক বৈঠক হয়। প্রতিটি বৈঠকেই নিগমকে অপসারণ করার দাবি ওঠে। কিন্তু প্রতিটি বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন, নিগমকে সরানোর প্রশ্ন ওঠে না। যদিও আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ কয়েক জন পদস্থ পুলিশ অফিসার এবং স্বাস্থ্য আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সেই নিগমের কাজ নিয়ে এ বার চিকিৎসকদের সম্মেলনেই প্রকাশ্য মঞ্চে অনুযোগের সুর মমতার গলায়। দফতরে আধিকারিক স্তরে মতানৈক্য কমাতে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করতে বললেন তিনি।

হিমাচল প্রদেশে হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিমলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শিমলার রামপুর উপমণ্ডলের একটি বেসরকারি হোটেল থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। মৃত যুবকের নাম প্রতাপ সিংহ (৩১), তিনি কুল্লুর নিরমণ্ড এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে , দুই দিন ধরে বন্ধ ছিল দরজা, সন্দেহে হওয়াতে খবর দেয় হোটেল কর্মীরা। জানা গেছে, হত যুবক ২২ ফেব্রুয়ারি হোটেলে উঠেছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় সন্দেহ দানা বাঁধে হোটেল কর্মীদের মনে। বারবার দরজায় কড়া নাড়ার পরও ভেতর থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় তাঁরা স্থানীয় পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে দেহ সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে, তবে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিহতের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No-e-23/AGRI/EE/MECH/2024-25

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 02.00 P.M on 11/03/2025.

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1.	e-111/CE/AGRI/EE(M)/2024-25	Establishment of 10 (Ten) nos. Solar Powered Cool Chamber for Horticulture Perishables at different locations in the state of Tripura with 6MT (Minimum Internal Storage Capacity 5MT) capacity including Plastic Crates, Fencing and Yard Etc. on "Turn Key" basis including 3(Three) years of Operation & Comprehensive Running Maintenance under the scheme of RKVY: 2023-24.	Rs.2,65,70,670.00	Rs.8,000/-	Rs. 5,31,413/-	11/03/2025 up to 2.00 PM	11/03/2025 at 3.00 P.M (if possible)	From the reputed, experienced & financially sound registered Original Manufacturers (OEM)/ Authorized Distributor having Local Office at Agartala to fulfill the eligibility criteria for participation in the tender.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned, if desired.
ICA /C/ 4028/25

(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.) Deptt. of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

PNIT NO: 17/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders up to 3.00 PM of 28/02/2025 & 06/03/2025 for six nos. Work Tenders as follows-

Sl. No.	DNIT No. & Date	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY / BID FEE (Non Refundable)	TIME FOR COMPLETION
1	e-DT/51/506-HSTL(B)/TNTUBRI-HS-SCL/CE/RDD/AMPDIV/ DNIT/2024-25, Dated- 27/01/2025	Rs. 2,37,12,546.00	RS. 4,74,251.00 / RS. 8,000.00	300 Days
2	e-DT/52/505-HSTL(G)/PNJHM-HS-SCL/CE/RDD/AMPDIV/ DNIT/2024-25, Dated- 27/01/2025	Rs. 2,37,12,408.00.00	RS. 4,74,268.00 / RS. 8,000.00	300 Days
3	90/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025	Rs. 90,776.00	RS. 1,816.00 / RS. 1,000.00	15 Days
4	91/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025	Rs. 5,40,029.00	RS. 10,801.00 / RS. 1,000.00	15 Days
5	92/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025	Rs. 5,40,029.00	RS. 10,801.00 / RS. 1,000.00	15 Days
6	93/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025	Rs. 18,30,612.00	RS. 36,612.00 / RS. 1,000.00	45 Days

For details visit website- or through https://tripuratenders.gov.in contact eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/4013/25

Executive Engineer
RD Amarpur Division

Sealed Quotation Notice

Sealed quotation/items rate is hereby invited from manufacturers/ authorized dealers/suppliers for supply of and installation of Xerox Machine, Aquaguard and Partition and Door in Government Degree college, khumulwng, Tripura west. The quotation will be received up to 3 pm of 03.03.2025 and will be opened at 3:30 pm on the same day in the presence of the bidders, if possible.

System Specification

Sl. No	Name of items	Quantity	Specification	Remarks
1	Xerox machine	01	Canon Image runner Advance. DX 619-I, A4 manokrum, Print, Copies, Scan, Canon Dual custom, Ram-3.5 GB, 10.1 inch TFT Led Display, SSD storage 256 GB	
2	Aquaguard	01	Storage Capacity-380Ltr. Cooling Capacity -170 L/hr Body material- Stainless steel, Diamension- 1120x750x1500mm	
2	Partition and Door	Partition-01, Door-02	Aluminum Frame with ACP board and Glass of good quality.	
3.	Steel Almirah	03	Big Size, 7x4Ft, Stainless Steel Godrej made is preferable.	

Terms & Condition

All the terms and conditions are subject to the general terms and condition of Govt. Purchase sealed quotation are to be address to the office of the Principal- in Charge Govt. Degree College Khum ulwng West Tripura sealed cover should be superscribed as QUATATION FOR............WITH NAME OF ITEMS.
Rate, technical specification, made and model No. delivery/freight charge, installation fee if any and other shall be mentioned accordingly with related supportive documents.
The tender should be supported with the following document and original of the same will be varify at the time of opening of quotation.
-GSTIN registration and text clearance certificate.
-Trade license certificate/ firm reg. certificate
-Authorized dealership certificate.
-Cony of PAN.
- Professional clearance tax certificate.
4. Prize should be for Govt. Degree College, Khumulwng West Tripura.
5. Necessary tax will be deducted as applicable.
6. The following Bank details should be provided
- Account No.
Name of the Account holder.
Name of Bank
Branch name and address
IFSCcode
7. The successful bidder will have to supply the ordered items within 7 days from the date of the issue of supply order. Failure to which the supply order may be treated as cancelled.
8. Payment will be made through online payment (PFMS) only after the proper supply, successful installation and demonstration. 9. Request for advance payment in any case will not be entertained /acceptable.
10. Terms and condition should be signed by the bidder.
11. The Principal, Govt. Degree College Khumulwng reserve the right to cancel tender of any/ all firms without assigning any reason. 12. Warranty ould be provided for at least 1(one) year.
ICA/C/4011/25

Sd/- (Dr. Bhupendra Debbarma)
Principal-in-Charge
Government Degree College, Kharma)
Jirania, West

Present:- Sri S. Saha Chief Judicial Magistrate
Sepahijala Judicial District, Sonamura
Case No: PRC (WP) 121 of 2022
The State of Tripura Vs. Ratna Rani Sarkar (Das)
Ld. APP in-charge Mr. C.R. Choudhuri is present for the prosecution.
Ld. Legal Aid Counsel Mr. A. Khoyer is present for the accused.
However, ER of NBWA issued against the accused has not yet been returned from the O/C, Melaghar PS till date with or without execution.
//Thus, issue proclamation against the accused as per Sec.82 of Cr.P.C. and forward the same to the O/C, Melaghar PS to cause execution and return on or before 03.04.2025.
O/C, Melaghar PS is directed to cause newspaper publication of the proclamation issued against the accused in a local newspaper of wide circulation in Tripura.
//Send a copy of this order to the O/C, Melaghar PS along with the proclamation.
Fix 03.04.2025 for ER of proclamation.

As dictated.

Office of the Chief Judicial Magistrate Sepahijala Sonamura.
No:-1015 Date:- 13/02/25
Copy of order dated 13/02/25 in case PRC(WP) 121/2022 forwarded to:-
1. To the O/C MLG P/S, for information with the order along with proclamation

FORM No. 5
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(See section 82)
To
Chief Judicial Magistrate Establishment, Sonamura
IN THE COURT OF Shri Subhadeep Saha
The Officer in-charge
Chief Judicial Magistrate
CASE NO. PRC(WP) 121 OF 2022
Melaghar Police Station

WHEREAS a complaint has been made before me that Ratna Rani Sarkar (Das) W/O Sri Sajal Sukla Das of Bairagibazar, Jumerdepha P/S MLG Sepahijala Tripura has committed the offence of punishable under section 325 of upon issued the Indian Penal Code it has been returned to a warrant of arrest there that the said Ratna Rani Sarkar(Das) cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused person has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warranty);
Proclamation is hereby made that the said Ratna Rani Sarkar (Das) W/O Sri Sajal Sukla Das of Bairagibazar, Jumerdepha P/S MLG, Sepahijala Tripura is required to appear at Chief Judicial Magistrate Sonamura,Sepahijala Tripura before this Court (or before me) to answer the said complaint on the 03rd day of April 2025.

ICA/D-1915/25

Chief Judicial Magistrate
Sepahijala District, Sonamura
Sonamura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 35/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25
Dt. 12-02-2025

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura'. invites online percentage rate / item rate e-tender in single bid / two bid System from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No 214/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	1,45,31,012.00	2,90,620.00	150 (One Hundred Fifty) days
2	DNIeT No 221/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	89,28,489.00	1,78,570.00	150 (One Hundred Fifty) days

Date of publishing of bid Date 12-02-2025
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 05-03-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 05-03-2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA /C/ 4020/25

(Er. R. Ghosh)'
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 50/EE-JRN/PWD/2024-25 Dated: 20-02-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 28-02-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 146/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,55,049.00	Rs 47,101.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 147/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,07,971.00	Rs 48,159.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 161/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,03,231.00	Rs 48,065.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 162/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,18,289.00	Rs 48,366.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 163/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,93,473.00	Rs 47,869.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 164/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,14,938.00	Rs 48,299.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 165/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,89,772.00	Rs 47,795.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 166/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,54,792.00	Rs 47,096.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 167/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,54,297.00	Rs 47,086.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 168/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,97,383.00	Rs 47,948.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 21-02-2025 to 28-02-2025. Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 28-02-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 28-02-2025 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable (SI No 1to 9)
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/4010/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer Jirania Division,
PWD(R&B) Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

PNIe-T No: 07/KMC/KH/REV/2024-25 Dated: -19/02/2025

The Employer i.e. Chief Executive Officer, on behalf of the Chairperson of Khowai Municipal Council, Khowai, Tripura invites online percentage rate tender for the following work: -

Sl. No	Name of Work/DNIET	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Bid Submission end Date
1.	13/KMC/KH/DEV/DNIT/2024-25	Rs. 1,93,695.00	Rs.3,874.00	30(Thirty Days)	04 /03/2025

1. All the above mentioned online activities should be done in the e-procurement https://tripuratenders.gov.in.
2. All details can be seen in the office of the undersigned during office hours from 20/02 /2025 to 04/03/2025.
For more details https://tripuratenders.gov.in.
ICA/c/4007/25

Dy. Chief Executive Officer
Khowai Municipal Council
Khowai,Tripura

PNIe-T NO:- 52/EE-1/ 2024-25, Dated 13/02/ 2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 06-03-2025 for 02 (Two) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/4022/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Parivesh Bhawan, Pandit Nehru Complex, Gorkhabasti
PO: Kunjaban, Agartala-799006

No.F.21(7)/TSPCB/EEP February 19, 2025
NOTICE INVITING QUOTATION

The Tripura State Pollution Control Board invites sealed quotations from the reputed Agency(s) / Firm(s) for "Managing Event of Prize Distribution Programme scheduled to be held either last week of February, 2025 or 1st week of March, 2025 in the Sukanta Academy Auditorium Hall, Agartala, West Tripura".
The details of the Quotation may be collected from the office of Tripura State Pollution Control Board at Parivesh Bhawan, Pandit Nehru Complex, Gorkhabasti, Agartala from 20/02/ 2025 onwards.
ICA/C/4018/25

Sd/-
Member Secretary

Notice inviting e- tender
PNIe-T-35/EE/RD/BSGD/SPJ/2024-25/
dt. 21/02/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 28/02/2025 for Providing Internal Electrification work for newly constructed BPHL & HMIS cell at Bishalgarh sub-Divisional Hospital under RD Bishramganj Division, Sepahijala District Tripura. (SoR-2021- (1/E-PWD).
Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
ICA/4/4003/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PNIET No: 04/CEO/TJB/2024-25 Dt: - 17.02.2025

Two bid percentage rate e-tender is invited for the "Improvement of the Water Supply Scheme at Agartala city within AMC area/ Drilling and Development of 05 DTWs with normal drilling Rig in/c construction of Five nos. Semi-Permanent Pump house, internal Electrification, Laying of Raw Water Pipelines & Design supply and Construction of 5.50 MLD Ground Water Treatment Plant at Adarsha Shiksha Mandir, Construction of 1000 KL OHT, Laying of Clear Water Rising Main from WTP to OHT, Laying of Distribution Pipe Lines with sluice valve chambers, Providing individual water supply household connections and other allied works, etc complete in/c One Year defect liability period and Five years operation and maintenance of the plants under DWS Division Agartala- 1, Agartala (DWS-Sub-Division No-I, Collegetilla) West Tripura District."
Deadline for online bidding: - Up to 1500 hrs. of 10.03.2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only. For more details please visit www.tripuratenders.gov.in. For query please contact:-
e-mail: ceo.tjb2020@gmail.com
ICA/C/4000/25

(For and on behalf of the, Governor of, Tripura)
(Er. Sitangshu Chakraborty)
Executive Engineer
Tripura Jal Board
Agartala, Tripura (W).

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সকালে দুধ চা খেলে শরীরে যে আটটি ক্ষতি ও পরিবর্তন হয়

গানের কথাতে আছে 'এক কাপ চা খাস্তা লেরুই সকালটা শুরু' অর্থাত আমরা সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে জল বাদে সর্বপ্রথম যে পানীয়টি গ্রহণ করি সেটি হলো চা। সকালে ঘুম ভাঙার থেকে শুরু করে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করা পর্যন্ত চা এর অবদান অনস্বীকার্য। সকালবেলা সন্ধ্যেবেলা এমনকি দুপুরবেলা তেও অনেকে চা পান করে থাকেন।

চা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর পানীয় কিন্তু কখনো কখনো ক্ষেত্রে মাত্রারিক্ত হয়ে গেলে সেটি ডেকে আনে শরীরের ক্ষতি।

ঘুম থেকে ওঠার পর চা না খেয়ে দিনটা কেমন জানি শুরু হয় না। ভালোভাবে যেকোনো কাজের শুরুতেই চা অত্যাবশ্যকীয়। অনেকে আবার চা খাবার প্রতি অ্যাডিকশন হয়ে যায়। অর্থাত দিনে মাত্রারিক্ত চা খেয়ে ফেলেন এর পাশাপাশি অফিস টাইমে যারা কাজ করেন দীর্ঘ সময় কাজ করা ফর শরীরের ক্লান্তি আসে সেটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে চা পান করেন।

কিন্তু আপনি কি জানেন যদি মাত্রারিক্ত চা পান করা হয় তাহলে আপনার শরীরে আসতে পারে চরম ক্ষতি। তাই আপনি যদি দিনে অধিক চা গ্রস্ত হয়ে থাকেন তাহলে এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার আপনার।

তবে শুধু মাত্র চা নয় , দুধ চা খেলে আপনার ক্ষ-তি হতে পারে। এক গবেষণায় বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ দিনে তিন থেকে চার কাপ চা খেতে পারে। সেটি তার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষ-তি করে না। কিন্তু এর বেশি অর্থাত ৭-৮ কাপ যদি কেউ দুধ চা খায় তাহলে তার শরীরে হতে পারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

সারাদিনে একজন সুস্থ ব্যক্তির ২-৪ কাপের বেশি চা খাওয়া উচিত না। চা পানীয় হিসেবে খুবই স্বাস্থ্যকর। কেননা চাতে ক্যাফেইনের পাশাপাশি ক্যাটেচিন থাকে।কিন্তু চায়ের সাথে যদি দুধ মিশানো হয় তবে দুধের কেজিন প্রোটিন আর ক্যাটেচিন রি-অ্যাকশন করে এন্টিঅক্সিডেন্টের গুণ নষ্ট করে দেয়, পাশাপাশি চা-কে এসিডিক করে ফেলে। যার কারণে ইনফ্লামেশন হয়। আর চিনি যোগ করলে সেই ক্ষতি আরও বেড়ে যায়। আসুন দেখে নেওয়া যাক যে দুধ চা খেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে।

১)পুষ্টির ঘাটতি হতে পারে ২)স্ট্রেস এবং দুশ্চিন্তা বাড়ায় ৩)অ্যাডিকশন বাড়াই ৪)পেট ফাঁপা জনিত সমস্যা তৈরি করে ৫) অনিদ্রা ৬) ব্রণ ওঠে ৭)কোষ্ঠকাঠিন্য ৮)রক্তচাপ ওঠানামা করে।

ঘুরতে গেলে অবশ্যই চেখে দেখুন এই ৬ স্ট্রিট ফুড

সুলয়া সিংহ: বারাণসী মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, গঙ্গারতী দশশ্বমেঘ থেকে মণিকর্ণিকা ঘাট। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো জনবসতিপূর্ণ শহর যেন ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। পুরানকথা থেকে ধর্ম আর ইতিহাসের মেলবন্ধনে আজও দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে অতি আপন, অতি প্রিয় এই শহর। তবে শুধুই চোখ আর মনের খিদে নয়, বারাণসী কিন্তু মনের খিদে মেটাতেও ওস্তাদ। এই শহরে ঘুরতে গেলে বেশ কয়েকটি স্ট্রিট ফুট আপনাকে চেখে দেখতেই হবে। নাহলে কিন্তু বারাণসী সফর অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। চলুন তাহলে চটপট জেনে নেওয়া যাক, কাশী বিশ্বনাথ ধামে কোন খাবারগুলি খেতেই হবে। মালাইয়ো: বারাণসী গিয়ে আর কিছু খান না খান, মালাইয়ো মাস্ট। দুধকে ক্রমাগত জাল দিয়ে ঘন করে প্রায় ফেনার আকার দেওয়া হয়। তাতে মেশানো থাকে খানিকটা কেশর। হলদেটে রঙের সেই মালাইয়ো মাটির ভাঁড়ে তুলে দেওয়া হবে আপনার হাতে। বিশ্বাস করুন, প্রতি চামচে তৃপ্তি। ভাঁড় শূন্য হলে কিন্তু সেটি ফেলে দেবেন না। এবার আপনাকে সেই ভাঁড়েই দেওয়া হবে সেই স্বাদেরই কেশর দুধ। চুমুক দিলেই জাস্ট ম্যাজিক! কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের চার নম্বর গেটের আশপাশে প্রচুর ছোট দোকান পেয়ে যাবেন মালাইয়োর। দাম? মাত্র ৩০ থেকে ৪০ টাকা। রাবড়ি: বারাণসীর বিখ্যাত বারড়ির কথা হয়তো সকলেরই জানা। খাঁটি দুধের তৈরি রাবড়ি অবশ্য খাবেন। তবে ঘুরতে গিয়ে পেটের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তাই অল্প করে খান। দশশ্বমেঘ ঘাটের কাছে গদোলিয়া মোড়ের কাছেই পেয়ে যাবেন মন ভাল করে দেওয়া রাবড়ি। পাবেন ৪০০/৫০০ টাকা কেজি দরে।

চাট: মন্দির দর্শন করে ঘাটে সময় কাটিয়ে সন্ধে নাগাদ যখন মনটা কিছু "খাব খাব" করবে, তখন দ্বিতীয়বার না ভেবে সোজা চলে যান চাটের দোকানে। হলফ করে বলতে পারি, চাটের এমন স্বাদ আর কোথাও পাবেন না। এক-দুই নয়, অন্তত ১০-১২ রকমের চাট চেখে দেখতে পারেন। টমেটো চাট, আলু টিক্কি চাট থেকে ধনিয়া চাট, নানা স্বাদে মন মজতে বাধ্য। গদোলিয়া মোড়েই পাবেন একাধিক চাটের দোকান। তবে সেরার তালিকার শীর্ষে রাখাই যায় কাশী চাট ভান্ডারকে। হিংয়ের কচুরি, জিলাপি ও লাল প্যাড়া: বারাণসীর অলিতে গলিতে পাবেন রসের সন্ধান। মন্দিরের আশপাশের যে কোনও গলিতে ঢুকে পড়ুন সাত সকালে। খোঁজ পেয়ে যাবেন গরম গরম হিংয়ের কচুরি আর তরকারির। এক-একটির দাম ৮-১০টাকা। সঙ্গে জিলাপি আর লাল প্যাড়া মিস করবেন না প্লিজ। এমন প্যাড়া কিন্তু শুধুমাত্র বারাণসীতেই পাবেন। লস্সি: গরম কালে বারাণসী গেলে লস্সিতে চুমুক দিতে ভুলবেন না। সাধারণত দই ফেটিয়ে যে লস্সি খেতে আমরা অভ্যস্ত, এখানকার লস্সির স্বাদ কিন্তু তার থেকে আলাদা। এখানকার লস্সি বেশ ঘন, অর্থাত দইয়ের পরিমাণ বেশি। তাই এটি খাওয়ার নিয়ম চামচ দিয়ে। আবার এর উপর বিভিন্ন ফলও ছড়ানো থাকে। কমলা লেবু থেকে বেদানা কিংবা আপেলের স্বাদে ডুবতে পারেন লস্সিতে। বেনাসরী পান: এ ব্যাপারে নতুন করে আর কিছুই বলার থাকে না। তবে নবরত্ন পানটি চেখে দেখতে ভুগবেন না। ঘুরেফিরে ছ্যাঁচা পান কিন্তু সঙ্গে নিয়ে ফিরতে ভুলবেন না।

খুশকি দূর করার কিছু ঘরোয়া টোটকা

চুলের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ড্যান্ড্রাফ বা খুশকি। চুলে খুশকি হলে খুব জ্বালাপোড়া করে এমনকি চুল ওঠা শুরু করে। এই খুশকি দূর করার জন্য অনেকেই ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু ব্যবহার করে। হয়তো খুশকি কিছুটা দূর হয় কিন্তু কেমিক্যাল দেওয়া শ্যাম্পু পরবর্তীতে চুলের ক্ষতি করতে পারে।

তবে আয়ুর্বেদে রয়েছে এমন কয়েকটি উপকরণ যা পার্শপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার চুলের যত্ন নেয়, ড্যান্ড্রাফের হাত থেকেও রেহাই দেয়। ১) নিম নিমপাতার পাতার একটি পেস্ট তৈরি করুন, একবাটি দইয়ে এই পেস্ট মিশিয়ে মাথায় লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। নিমের অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান ড্যান্ড্রাফের সঙ্গে দারুণ ভাবে কাজ করে।

২) ডিমের সাদা অংশ ও লেবুর রস একটি ছোট পাত্রে দু"টি ডিমের সাদা অংশ নিয়ে এক চামচ লেবুর রস মেশান। আধ ঘণ্টার জন্য চুলে লাগিয়ে রেখে দিন, তারপর জাতীয় শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ডান্ড্রফ খুব শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। ডিমের সাদা অংশ প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা চুলের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। ৩) আমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলা খুশকি প্রতিরোধ করে। আমলা গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। ৮ থেকে ১০টা তুলসী পাতা অল্প করে জল দিয়ে পেস্ট করে আমলার পেস্টের সাথে মেশান। হাত দিয়ে চুলের গোড়ায় লাগান পেস্টটি। প্রায় ৩০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা জলে শ্যাম্পু করে নিন।

৪) মেথি বা মেথি বীজ মেথি দানা উচ্চ প্রোটিন এবং নিকোটিনিক অ্যাসিডে সমৃদ্ধ যা চুল পড়া এবং ড্যান্ড্রাফ প্রতিরোধে সহায়তা করে, তাছাড়াও চুলের শুষ্কতা, চুল ওঠা এবং চুলের পাতলা হয়ে যাওয়ার সমস্যাও কমায় মেথি। রাতে তিন চামচ মেথি বীজ নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ব্লেন্ডারের সাহায্যে গুঁড়িয়ে নিন ওই মেথি। এবার মেথির এই পেস্টে এক চামচ লেবুর রস মেশান। চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত এই পেস্ট প্রয়োগ করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন। ৫) আমলা, রিঠা ও শিকাকাই আমলা, রিঠা এবং শিকাকাই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা আপনার চুল এবং মাথার জন্য আশ্চর্য উপকারে আসতে পারে। সংক্রমণজনিত জীবাণুগুলি অপসারণ করে আপনার চুলকে পরিষ্কার রাখতে রিঠা অত্যন্ত কার্যকরী। পাঁচ থেকে ছয়টি রিঠা, শিকাকাইয়ের ছয় থেকে সাত টুকরো এবং কয়েকটা আমলা জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। সকালে উঠে মিশ্রণটি ফুটিয়ে নিন এবং তারপর মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করে নিন। ব্লেন্ডারের সাহায্যে মিশ্রণটি ভালো করে মিশিয়ে ছেঁকে নিন। শ্যাম্পু হিসাবে এই তরল মিশ্রণটি ব্যবহার করুন।

যে মাছ খেলে কমবে হৃদরোগের ঝুঁকি

মাছে ভাতে বাঙালি। প্রতিদিনের খাবার পাতে মাছ না থাকলে চলে না অনেকেরই। ছোট-বড় সবাই মাছ খেতে ভালোবাসে। এতে শরীরেও মেলে পুষ্টি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মাছ অনেক উপকারী। এমনকি মাছের তেলও শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এককেজনের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন মাছ। আবার কেউ কেউ কাঁটার ভয়েও এড়িয়ে যান মাছ।

তবে রুই মাছ কিন্তু এদিক থেকে সুবিধাজনক। এই মাছে থাকে ভরপুর প্রোটিন। আবার রুই মাছে ক্যালোরির পরিমাণও থাকে কম। ফলে যারা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁদের জন্য আদর্শ এই মাছ। রুই মাছের তেলে থাকা অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। যা রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল এলডিএল ও ভিএলডিএল কমায়। একই সঙ্গে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএলের মাত্রা বাড়ায়। এর ফলে হৃদযন্ত্রে চর্বি জমে না। আমেরিকার স্কুল অব নিউট্রিশনের চিকিতসা সংক্রান্ত পত্রিকার তথ্য অনুসারে, রুই মাছ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। আবার উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমাতেও সাহায্য করে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন বলছে, ওমেগা ৩ রক্তের অণুচক্রিকা জমাট বাঁধতে দেয় না। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক কমে। এ ছাড়াও রুই মাছে আছে ভিটামিন এ, ডি ও ই। ক্যালসিয়াম, জিংক, সোডিয়াম, লোহা-খনিজ সমৃদ্ধ রুই মাছ স্নায়ুতন্ত্র ও ফ্যাটের বিপাক ক্রিয়াতেও ব্যপকভাবে সাহায্য করে।

নতুন প্রজাতির ডায়নোসরের জীবাশ্ম খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা

ডায়নোসদের নিয়ে কত তথ্যই না আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে। সম্প্রতি গবেষকরা এক অদ্ভুত প্রজাতির ডায়নোসরের আংশিক মাথার খুলি খুঁজে পেয়েছেন। আর তা পাওয়া গিয়েছে সুদূর আর্জেন্টিনায়। নতুন প্রজাতির এই ডায়নোসর 'আর্মলেস' বা হাত ছাড়া ডায়নোসরের প্রজাতির খুব কাছাকাছি রয়েছে। অর্থাত এই দু'ধরনের ডায়নোসরের প্রজাতির মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। তবে হাত ছাড়া ওই ডায়নোসরদের মূলত বসবাস ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই নতুন প্রজাতির ডায়নোসরের নাম ক্রিটেশাস যুগের শেষ পর্যায়ে, আজ থেকে প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছর আগে একদম অন্য ধরনের যাকে বলে ইউনিক ইকোসিস্টেম ছিল। তারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এই নতুন প্রজাতির ডায়নোসরের জীবাশ্ম থেকে। বলা হচ্ছে, এই ডায়নোসর আসলে মাংসাশী ডায়োনোসদের দলের সদস্য। বর্তমানের আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতে ঘুরে বেড়াত এরা। গবেষকরা বলেছেন, নতুন যে ডায়নোসরের প্রজাতি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তারা হয়তো এই দলের পূর্বপুরুষদের বেশ নিকট আত্মীয় হতে পারে। তবে - এর সঙ্গে দের দুটো পার্থক্য রয়েছে। কোনও হর্ন বা শিং নেই। দ্বিতীয় হল এরা উত্তর আর্জেন্টিনায় থাকত। সেখানেই ওই মাথার খুলি আবিষ্কার হয়েছে। অন্যদিকে - দের বেশিরভাগই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ ভাগে। তবে এই দ্বিতীয় তথ্য থেকে একটা ব্যাপার অনুমান করা হয়েছে যে সম্ভবত ডায়নোসররা আসলে বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেমে থাকতে পারে।

- এই জার্নালে গবেষকরা তাঁদের আবিষ্কার করা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেছেন। এখনকার নিরিখে দেখলে মনে হবে আবিশ্বাস্য। কারণ একই সঙ্গে কোনও প্রাণী কীভাবে আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতে বিচরণ করতে পারে? যদিও কয়েকশো লক্ষ লক্ষ বছর আগে সমস্ত মহাদেশ একসঙ্গেই যুক্ত ছিল, সুপারকন্টিনেন্ট হিসেবে। ফলে তখন এমনটা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালে টেকটনিক প্লেটের স্থানান্তরের কারণে ওই বিশাল ভূখণ্ড ভেঙে তৈরি হয়েছিল। এখন থেকে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর আগে এই এবং অংশও নিজেরা ভাঙতে শুরু করেছিল। কিন্তু সেই ভাঙনের গতি ছিল খুবই কম। ফলে প্রাণীরা এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াত করতে পারত।

চুল সুন্দর ও সতেজ রাখতে চুলের যত্ন কি ভাবে নেবেন

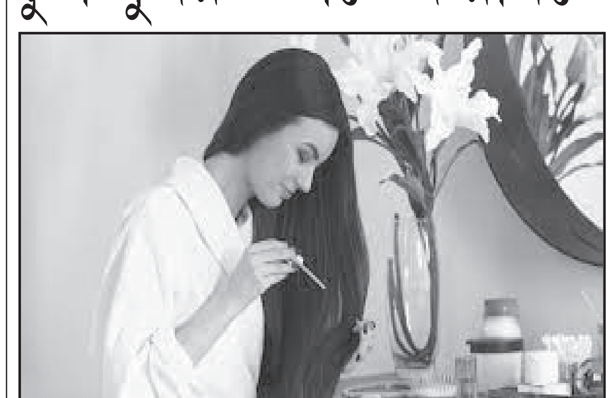

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মানুষেরই চুল ঝরে যায়। এই চুল ঝরা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় করে থাকেন ,কিন্তু তাতে ও কোনো কাজ হয় না। এই চুল বিভিন্ন কারণে ঝরে যেতে পারে , যেমন অনিয়মিত নিদ্রা , অনিয়মিত খাবার , দূষণ , খাবারের মধ্যে সঠিক পুষ্টি না পাওয়া , মাথায় খুস্কি এই সকল কারণে মাথার চুল ঝরে যেতে পারে।

এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য কিছু ঘরোয়া উপায় করতে পারেন , উপকার পাবেন।

১. নারকেল তেলের মধ্যে কিছু মেথি ভিজিয়ে রাখুন। তার পর ওই মেথি ভেজানো নারকেল তেল মাথায় ভালো করে মালিশ করুন। এই ভাবে সপ্তায় ৩-৪ দিন করতে পারেন। রাতে শোবার আগে বা সকালে স্নান করার ২ ঘন্টা আগে ও এই তেল লাগাতে পারেন , যাতে তেলটি মাথায় বসতে পারে।

২. পিঁয়াজের রস করে মাথায় মাখুন। এই রস লাগাবার ৩০ মিনিট পরে মাথা ধুয়ে নেবেন বা মাথায় শ্যাম্পু করে নেবেন। শ্যাম্পু করাতে মাথা থেকে পিঁয়াজের রসের গন্ধ আসবে না। আবার এই পিঁয়াজের রস বেশিক্ষন মাথায় লাগিয়ে রাখবেন না , এতে মাথায় জ্বলন হতে পারে।

৩. নারকেল তেলের সাথে এলোভেরার নির্যাস / জুস মিশিয়ে হালকা গরম করে নিন। এই মিশ্রণটি মাথায় মালিশ করুন। এতে চুলের গোড়া যেমন মজবুত হবে , তেমনই চুলের খাবার ও জোগাবে। এছাড়া পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন , দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন , সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ করুন , দূষণ ও ধুলো বালি থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন , সঠিক পরিমান নিদ্রা গ্রহণ করুন , হাসিখুশি থাকুন। এই চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

সেরাম ব্যবহারের ভুলগুলো

ব্যবহারের ভুলে দাম দিয়ে কেনা সেরাম ত্বকের যত্নে কোনো উপকারেই আসবে না। সেরাম ত্বকের গভীরে গিয়ে কাজ করে এবং সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেয়। তবে ভুল উপায়ে এর ব্যবহার কেবল অর্থের অপচয় মাত্র। এক্সফলিয়েট করতে ভুলে যাওয়া: ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে এক্সফলিয়েট করা আবশ্যক। এটা ত্বককে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে এবং সেরামের কার্যকারিতা বাড়াতেও সহায়তা করে। লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যবিদ জিনা মারি ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "ত্বক এক্সফলিয়েট করা গভীরে প্রসাধনী প্রবেশ করতে ও কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে।" তবে প্রতিদিন এক্সফলিয়েট করা ক্ষতিকর। তাই ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে দুতিনবার এক্সফলিয়েট করাই যথেষ্ট। ভুল ধাপ অনুসরণ: নামি দামি প্রসাধনী ব্যবহারের পরেও ভালো ফলাফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ভুল ধাপে তা ব্যবহার করা। মারির মতে, প্রথমে মুখ ভালো মতো ধুতে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে এক্সফলিয়েট করতে হবে। এরপর টোনার ব্যবহার করে ত্বককে সেরাম ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে নিতে হবে। মারি, প্রতিটা ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পরে পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। আর শেষে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে বলে জানান তিনি। চাপ দিয়ে ব্যবহার না করে ঘষা: সেরাম হাতে নিয়ে মুখে মালিশ করে ব্যবহার করা বেশ আরামদায়ক কিন্তু তা কার্যকর নয়। সেরামের উপযুক্ত ব্যবহার হলো, তা হাতে নিয়ে মুখে হালকা চাপ দিয়ে দিয়ে ব্যবহার করা। মারি বলেন, "সেরাম ব্যবহারের সময় তা সর্বদা উপরের দিকে গতিশীলভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং মালিশ করা বাদ দিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "গাতিশীলভাবে ও চাপ দিয়ে ব্যবহার করা হলে তা অল্প পণ্যে বেশি উপকারিতা দেয়।" উপকরণের মিশ্রণ: ত্বকের যত্নে অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার মানেই উপকারী তা কিন্তু নয়।

সোমবার আগরতলায় মহিলা ক্ষমতায়নের উপর আয়োজিত একদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু।

নির্দিষ্ট নানা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রোগী ও হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে নির্দিষ্ট নানা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতার আলিপুরে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে চিকিৎসকদের সম্মেলনে এ কথা তিনি জানান। নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে মমতা এ দিন বলেন, "কিছু এক্স সার্ভিসম্যানকে নিয়ে নাও। তাঁদের দিয়ে অনেক জায়গায় কাজ করাতে পারি। পুলিশকে আরও বেশি সতর্ক করতে হবে। দরকার হলে মোবাইল ভ্যান বাড়িয়ে দাও।"

তিনি বলেন, "দুর্ঘটনা বেড়ে গিয়েছে।

সঠিক পদক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে। গলির কর্নারে ওয়াচ টাওয়ার লাগান। এমপি, এমএলএ-রা দরকার হলে তাদের ল্যাডের টাকা দেবে"। এর পাশাপাশি বলেন, "সাইবার ক্রাইম ডেঞ্জারাস। পুলিশকে শুধু ঘুরলে হবে না। বুদ্ধিটা সবসময় কাজে লাগাতে হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি পছন্দ করি ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি কোন হরিদাস যে দাঁড়াতে পারব না! ভিআইপি যাবে বলে অন্য গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়। কোনও ভিআইপি-র জন্য গাড়ি বন্ধ থাকবে না"।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ের নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। কারণ ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একটা মামলা করা হয়েছে। কিছু দুষ্টু লোক আছে যারা কাজের কাজ করে না। অকাজের কাজ করে। বোধার ক্ষমতা নেই যে কত নিয়োগ আটকে আছে।

তিনি বলেন, 'জেলা হাসপাতালগুলোকে বলছি, "হঠাৎ রেফার (রোগীকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর) করবেন না, কলকাতায় সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। কলকাতায় সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। আমরা রাজ্যে ৪৩৫৪টি এমবিবিএস সিট বাড়িয়েছি। তবে নিয়োগ হচ্ছে আরও"।

গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে সরুসজাই স্টেডিয়াম প্রায় ২৬ কিমি সড়কে রোড শো প্রধানমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রায় ২৬ কিমি সড়কে রোড শো করে সোজা সরুসজাই স্টেডিয়ামে চলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরের তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর সহ অন্যরা। সরুসজাই স্টেডিয়ামে সন্ধ্যারাত প্রায় সাতটায় অনুষ্ঠিত 'ঝুমইর বিনন্দিনী' শীর্ষক প্রায় ৯ হাজার শিল্পীর সম্মিলিত ঝুমুর নৃত্য উপভোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

স্টেডিয়ামে গিয়ে গোটা ময়দান চা বাগানের আদলে সজ্জিত খোলা গাড়িতে চড়ে শিল্পী এবং স্টেডিয়ামে উপবিষ্ট লক্ষাধিক দর্শকের অভিবাদন গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিমানবন্দর থেকে সরুসজাই স্টেডিয়াম পর্যন্ত যাত্রাপথে সব বয়সের পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু-পাশে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছেন। অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় জনতা নাচে-গানে, হাত নেড়ে প্রধানমন্ত্রীকে সম্ভাষণ জানান। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর কালো রঙের গাড়ির ভিতর থেকে হাত নাড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানান।

চিকিৎসকদের ভাতা-বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের সরকারি চিকিৎসকদের সর্বস্তরে ভাতা ও বেতন বৃদ্ধি হল।

নতুন কাঠামোর কথা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্টার্ন, পিজিটি, জুনিয়র, সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন ও ভাতা গড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হল। ইন্টার্ন, পিজিটি, হাউসস্টাফদের ভাতা বাড়ানো হল ১০ হাজার টাকা। আর রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হল।

সোমবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তা শুনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন চিকিৎসকরা। প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ একেবারে সরগরম হয়ে উঠল।

এদিন সকাল থেকে শুরু হয় রাজ্যের চিকিৎসক সম্মেলন। এই উদ্দেশে ৬৭৫ জন কর্মরত চিকিৎসককে উপস্থিত থাকার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল নবান্ন। তিনি মনে করিয়ে দেন, 'চিকিৎসার আর এক অর্থ সেবা। আপনাদের রং একটাই, মানবতার এবং সেবার। রাজনীতির কোনও রং দেখার দরকার নেই আপনাদের।"

ঝাড়খণ্ড বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু

রাঁচি,২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার থেকে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ড বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ২৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে। প্রথম দিন অধিবেশনে রাজ্যপাল সন্তোষ গাঙ্গওয়ার বিধানসভায় ভাষণ দেন। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের উল্লেখ করেন। তবে, বিজেপি পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিজেপির বিধায়ক সি.পি. সিং বলেন, 'রাজ্যপালকে দিয়ে মিথ্যে বলানো হচ্ছে। যে বিষয়গুলি বলা হচ্ছে, তা সত্য নয়।' এরপর বিজেপি বিধায়কেরা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সরব হন। এই অধিবেশনে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটও পেশ করবে।

মহাকুম্ভে গিয়ে আস্থার ডুব দেওয়া উচিত সমাজবাদীদের কেশব প্রসাদ মৌর্য

লখনউ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির সমালোচনায় সরব হলেন উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য। সোমবার কটাক্ষের সুরে মৌর্য্য বলেছেন, মহাকুম্ভে গিয়ে আস্থার ডুব দেওয়া উচিত সমাজবাদীদের।

কেশব প্রসাদ মৌর্য্য বলেছেন, সমাজবাদী পার্টি এমন একটি কারখানা যা অপরাধী তৈরি করে। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা করাতে হবে। তাদের আস্থার সঙ্গে মহাকুম্ভে গিয়ে পবিত্র স্নান করা উচিত, যদি তারা তা না করে, এমনকি ভবিষ্যত প্রজন্মও তাদের ক্ষমা করবে না।

ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিলেন পঙ্কজা মুন্ডে, যোগী সরকারের ব্যবস্থাপনায় খুশি

প্রয়াগরাজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভ মেলায় যোগ দিলেন মহারাষ্ট্রের পরিবেশমন্ত্রী পঙ্কজা গোপীনাথ মুন্ডে। সোমবার ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার পর পঙ্কজা মুন্ডে বলেছেন, 'আমি এখানে পবিত্র স্নান করতে এসেছি। একজন পরিবেশ মন্ত্রী হওয়ার কারণে আমি এখানে অধ্যয়ন করতে এসেছি যে, ২০২৭ সালে ত্রম্বকেশ্বরে (নাসিক জেলা) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কুম্ভকে সামনে রেখে, উত্তর প্রদেশ সরকার এত বড় সমাবেশের জন্য এখানে কীভাবে ব্যবস্থাপনা করেছে। আমি যোগীজি এবং তাঁর সমগ্র টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কুম্ভমেলা এখন শেষ লগ্নে। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

উত্তর প্রদেশে চাষের জমিতে দেখা মিলল ৫ ফুট লম্বা কুমিরের

মির্জাপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের অন্তর্গত হালিয়া বন রেঞ্জের মুড়পেলি গ্রামে সোমবার সাত-সকালে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এদিন এক কৃষক তাঁর চাষের জমিতে প্রায় ৫ ফুট লম্বা একটি কুমির দেখতে পান। চাষের জমিতে কুমিরের খবর পেয়ে বন দফতরের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বন দফতরের আধিকারিকরা কুমিরটিকে উদ্ধারের পরে আদওয়া ব্যারাজের জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক বন আধিকারিক জানান, কুমিরটি সম্ভবত কোনও জলাশয় থেকে চাষের জমিতে চলে এসেছিল। তাকে জলাশয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ : হাইলাকান্দিতে মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর মঙ্গল ও বুধবার

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো শীর্ষ সম্মেলন অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ (দ্বিতীয় সংস্করণ) উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলায় আগামীকাল মঙ্গল এবং বুধবার মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ বা এমওইউ) চুক্তিতে স্বাক্ষর হবে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, আগমীকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে মউ স্বাক্ষর কার্যক্রম শুরু হবে। এতে পাঁচ লক্ষ থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য সমঝতাপত্রে স্বাক্ষর করা হবে। জেলায় মোট ৯১টি ইউনিটে ব্যাপকহারে এই সমঝতাপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাইলাকান্দি শহরের রবীন্দ্রভবনে এমওইউ বা মউ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মহাশিবরাত্রিতে মধ্যপ্রদেশের অঞ্জনীলাল ধামে ৫১ হাজার রুদ্রাক্ষের রুদ্রাভিষেক

রাজগড়, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের বিয়াবরা নগরের শ্রী অঞ্জনীলাল মন্দির ধামে এবছর মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে। ৫১ হাজার রুদ্রাক্ষ দিয়ে নির্মিত ২১ ফুট উচ্চতার মহাদেবের শিবলিঙ্গে প্রাতঃকালে পুরোহিত দ্বারা রুদ্রাভিষেক করা হবে। মহাশিবরাত্রির পরদিন সেই রুদ্রাক্ষ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

মন্দির ট্রাস্ট এর তরফে জানানো হয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল ৭.৩০টায় ৫১ হাজার রুদ্রাক্ষ দিয়ে নির্মিত ২১ ফুট উচ্চতার বিশাল শিবলিঙ্গের রুদ্রাভিষেক করা হবে। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। সন্ধ্যায় ভজন সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে রুদ্রাক্ষ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

অক্ষয় ডুব দিলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে, যোগীকে জানালেন ধন্যবাদ

প্রয়াগরাজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভ মেলায় যোগ দিলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। সোমবার সঙ্গমের পবিত্র জলে আস্থার ডুব দিয়েছেন অক্ষয় কুমার। সূর্য নমস্কারের পাশাপাশি পুণ্যস্নান করেছেন অভিনেতা। সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর অক্ষয় কুমার বলেছেন, 'এখানে এত ভাল ব্যবস্থা করার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী যোগীজিকে ধন্যবাদ জানাই।'

উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কুম্ভমেলা এখন শেষ লগ্নে। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

মৃত্যুকুম্ভ, মমতাকে কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'মৃত্যুকুম্ভ' বলায় বিতর্ক এখনও চলছে। তা নিয়ে এক্সবার্তায় মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু রবিবার রাতে লিখেছেন, "মহাকুম্ভে স্নান করার সুযোগ সকলের জীবনে আসে না। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তা পারি নি।যাঁরা পেরেছেন তাঁদের অভিনন্দন। তাই বলে এই পুণ্যস্নানকে মৃত্যুকুম্ভ বলা, ভাবা যায় ? আর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ডাহা মিথ্যেকথা বলা, "হাজার হাজার লোক ভেসে গেছে" !

টালার প্রাক্তন ওসি-র সিম কার্ড তাঁরা এখনই ফেরত দেবে না, হাইকোর্টকে সিবিআই

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আর জি কর মামলার তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে শিয়ালদহ আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা স্পষ্ট জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের সিম কার্ড তারা এখনই ফেরত দেবে না।

সিবিআই এই আর্জির প্রেক্ষিতে জানিয়েছে, ওই সিম কার্ডটি তদন্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাতে অনেক কিছু তথ্য থাকতে পারে যা তদন্তের গতি বাড়াবে। তাই এখনই সেই সিম কার্ড ফেরত তাঁরা দিতে পারবেন না। এছাড়া তাঁদের তরফে এও জানানো হয়েছে, খুব দ্রুত এই মামলার অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হবে।

দিন কয়েক আগে, সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের সেই আবেদনের শুনানিতেই আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল সোমবারের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি কী, তার ভিত্তিতে রিপোর্ট দেওয়ার। সেই রিপোর্ট দিয়েই অভিজিৎ মণ্ডলের সিম কার্ডের ইস্যুটি স্পষ্ট করল তারা। সিবিআই বলছে, মামলার তদন্তে ওই সিম কার্ড ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেটা এখনই ফেরত দেওয়া যাবে না।

চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পরই আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসে। গ্রেফতার হন হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। কিন্তু দুজনই এখন জামিনে মুক্ত।

এদিকে গ্রেফতারির পর অভিজিৎ মণ্ডলের সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছিল সিবিআই। তবে জামিনে মুক্তির পরই তাঁকে সেই সিম ফেরত দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল অভিজিৎবাবুর পরিবার।

চিকিৎসকদের বেতনবৃদ্ধিতে সাধুবাদ নয়, জানাল আন্দোলনকারী ছাত্ররা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন ইতিবাচকভাবে দেখতে চাইছে না।

এ ব্যাপারে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো জানান, 'অন্যান্য রাজ্যের বেতন কাঠামো দেখলে বোঝা যাবে বাংলার বেতন কাঠামো খুবই কম। ফলে যা বাড়ানো হয়েছে তা একপ্রকার প্রাপ্যই ছিল।'

অনিকেত সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'প্রশ্নটা টাকা বৃদ্ধি নিয়ে নয়, মুখ্যমন্ত্রী যে অনুষ্ঠান করেছেন "চিকিৎসার আরেক নাম সেবা"। আমরা বলেছিলাম স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। আমরা পরিকাঠামোর কথা বলেছিলাম, ওষুধের সমস্যার কথা বলেছিলাম, সিনিয়র চিকিৎসকদের ট্রান্সফারের পদ্ধতির কথা বলেছিলাম।

এইসব নীতি নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আজকের অনুষ্ঠানে শুনতে পেলাম না। কীভাবে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবায় উন্নতি আনা যেতে পারে, প্যারা মেডিক্যাল, নার্সিংয়ে নিয়োগ কী করে হবে, তাঁদের বেতন পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হল না। কেন ফ্লোর অ্যাডমিশন হবে, কেন পর্যাপ্ত বেড থাকবে না হাসপাতালে ? কেন সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম ঠিক করে চালাতে পারছেন না, এমন অনেক প্রশ্ন তো আছেই।'

জুনিয়র চিকিৎসকদের কথায়, 'স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে সমূলে দুর্নীতি উৎপাটন করতে হবে, আমরা সেই দাবি রেখেছিলাম। এসব নিয়ে যদি কিছু আজকের সম্মেলনে শুনতে পেতাম, খুশি হতাম।'

প্রসঙ্গত, বৈঠকের আগেই নির্দিষ্ট করে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট একাধিক কারণ দর্শিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, তারা "চিকিৎসার আরেক নাম সেবা" শীর্ষক অনুষ্ঠানে থাকবে না। সোমবার সেই সম্মেলন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন। পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন "২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত একপ্রকার মাস্টারস্ট্রোক দেওয়ার চেষ্টা।

যুবককে 'হত্যা"র' চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এক যুবককে 'হত্যা"র' চেষ্টার ঘটনায় পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে নয়াদিল্লির কেশবপুরম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ভরত, সে ত্রিনগরের বাসিন্দা। 'হত্যা"র' ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২২ ফেব্রুয়ারি কেশবপুরম থানায় খবর আসে যে লরেন্স রোডের পেট্রোল পাম্পের কাছে এক যুবককে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তদন্তে জানা যায়, আহত যুবকের নাম জস করণ ওরফে হানি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভরত নামের এক ব্যক্তি তাঁর ধাবায় আসে এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাগবিতণ্ডার পর তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। পুলিশ পলাতক অভিযুক্ত ভরতকে গ্রেফতার করে। তার ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

বিহারে সীমাঞ্চল এক্সপ্রেসের রুট পরিবর্তন ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

আরারিয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)। যোগবাণী থেকে আনন্দ বিহারগামী সীমাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি আপ এবং ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ডাউন ট্রেনের চলাচলের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে।

১২৪৮৭ সীমাঞ্চল এক্সপ্রেস ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি যোগবাণী থেকে পরিবর্তিত রুটে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন হয়ে লখনউ-মোরাদাবাদ-গাজিয়াবাদ হয়ে আনন্দ বিহার পৌঁছাবে। মির্জাপুর-প্রয়াগরাজ-কানপুর-টুন্ডলা-আলিগড়ের আগের রুট বাতিল করা হয়েছে।অন্যদিকে, ১২৪৮৮ সীমাঞ্চল এক্সপ্রেস ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি আনন্দ বিহার থেকে পরিবর্তিত রুটে গাজিয়াবাদ-মোরাদাবাদ-লখনউ হয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন হয়ে যোগবাণী যাবে।

স্বামীহারা হয়েছেন ক'মাস আগেই, মেয়েকে হারিয়ে বাক্যহারা চন্দননগরের বধূ

হুগলি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাত্র ৯ মাস আগে স্বামীকে হারিয়েছিলেন তিনি। আর এখন চলে গেল মেয়েও। সোমবার পানাগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় যাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেই সুতন্দ্রার মা এখন কার্যত দিশেহারা। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবেন না, তাই দোষীদের কড়া শাস্তি ছাড়া আর কিছু চাইছেন না তিনি।

গাড়ি নিয়ে গয়া যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। কাঁকসার পানাগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি নিয়ে সুতন্দ্রার গাড়ি ধাওয়া করে কয়েকজন মত্ত যুবক। শুধু ধাওয়া করা নয়, তরুণীকে লক্ষ্য করে লাগাতার নোংরা অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি করা তো বটেই, দু"-দুবার সুতন্দ্রার গাড়িতে ধাক্কাও মারে তারা।

মত্ত যুবকদের হাত থেকে বাঁচতে তাঁর গাড়ি অন্য রাস্তায় নিয়ে যান চালক। তবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তা উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুতন্দ্রার। চন্দননগরের নাড়ুয়া রায়পাড়ায় মা-ঠাকুমার সঙ্গে থাকতেন থাকতেন তিনি। ৯ মাস আগে তাঁর বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

এই ঘটনার খবর পেয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন বাড়ির লোকেরা। সংবাদমাধ্যমে সুতন্দ্রার মা জানিয়েছেন, মেয়ে তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল। স্বামীকে হারানোর পর সুতন্দ্রাই ছিল তাঁর কাছে সব। আজ সেই মেয়েও তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় জীবনটা শূন্য হয়ে গেল তাঁর। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবেন না, তাই ওই মত্ত যুবকদের কঠোরতম শাস্তি চাইছেন তিনি।

বুদবুদের কাছে একটি পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরিয়েছিলেন সুতন্দ্রারা। সেখান থেকেই ওই মত্ত যুবকদের গাড়ি তাঁদের ধাওয়া করতে থাকে। গাড়ির চালক সহ আরও তিনজন দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেও, প্রাণ চলে যায় সুতন্দ্রার। যারা বেঁচে গেছেন তাঁদের দাবি, বেশ কয়েক কিলোমিটার তাঁদের ধাওয়া করা হয়েছিল। কিন্তু টানা রাস্তায় কোনও পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত দেখতে পাননি তাঁরা।

চন্দননগরের নাড়ুয়া রায়পাড়ায় থাকতেন সুতন্দ্রা। ৯ মাস আগে তাঁর বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা-ঠাকুমার সঙ্গে থাকতেন তিনি। এই ঘটনার খবর পেয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন তাঁরা। সংবাদমাধ্যমে সুতন্দ্রার মা জানিয়েছেন, মেয়ে তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল। স্বামীকে হারানোর পর সুতন্দ্রাই ছিল তাঁর কাছে সব। আজ সেই মেয়েও তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় জীবনটা শূন্য হয়ে গেল তাঁর। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবেন না, তাই ওই মত্ত যুবকদের কঠোরতম শাস্তি চাইছেন তিনি।

জাতীয় সড়কে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠে গেছে। বুদবুদের কাছে একটি পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরিয়েছিলেন সুতন্দ্রারা। সেখান থেকেই ওই মত্ত যুবকদের গাড়ি তাঁদের ধাওয়া করতে থাকে। গাড়ির চালক সহ আরও তিনজন দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেও, প্রাণ চলে গেছে সুতন্দ্রার। যারা বেঁচে গেছেন তাঁদের দাবি, বেশ কয়েক কিলোমিটার তাঁদের ধাওয়া করা হয়েছিল। কিন্তু টানা রাস্তায় কোনও পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত দেখতে পাননি তাঁরা।

এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তবে দুর্ঘটনার এলাকার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারা সুতন্দ্রাকে ধাওয়া করেছিল, তাদের আদৌ সে চিনত কিনা, তারা সুতন্দ্রাকে চিনত কিনা, সব বিষয়ে জানতে মরিয়া পুলিশ। ছোট থেকেই ভাল নাচ করতেন তরুণী। পরে নিজেরাই একটা নাচের গ্রুপ তৈরি করেন। বাইরে বাইরে অনুষ্ঠানও করতেন। অনুমান, সেই সূত্রে হয়তো সুতন্দ্রার পিছু নিতেন পারে ওই যুবকরা।

ছোট থেকেই ভাল নাচ করতেন তরুণী। পরে নিজেরাই একটা নাচের গ্রুপ তৈরি করেন। বাইরে বাইরে অনুষ্ঠানও করতেন। অনুমান, সেই সূত্রে হয়তো সুতন্দ্রার পিছু নিতেন পারে ওই যুবকরা।

জাতীয় সড়কে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠে গেছে।এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তবে দুর্ঘটনার এলাকার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারা সুতন্দ্রাকে ধাওয়া করেছিল, তাদের আদৌ সে চিনত কিনা, তারা সুতন্দ্রাকে চিনত কিনা, সব বিষয়ে জানতে মরিয়া পুলিশ।

হাইলাকান্দির প্রতিটি জিপিতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের উদ্যোগ

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার সব গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ একটি করে মাল্টিপারপাস প্রাইমারি অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (এমপিএক্স) গঠন করে এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের আয় বাড়াতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।

আজ সোমবার হাইলাকান্দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে, জেলায় বর্তমানে ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সমবায় সমিতি কার্যক্ষম রয়েছে। সম্প্রতি আরও পাঁচটি সমবায় সমিতি গঠন করে কর্মতৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক লাইরহলু খেনতের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়েছে, এ ধরনের কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করে, এগুলির মাধ্যমে পেট্রোল পাম্প, জন ঔষধি কেন্দ্র, সার বিক্রয় কেন্দ্র, কমন সার্ভিস সেন্টার, বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে। পাশাপাশি মাল্টিপারপাস ফিশারি এবং ডায়েরি কো-অপারেটিভও স্থাপন করা হবে। জেলায় এখন পর্যন্ত যে ১৪টি রেজিস্টার্ড ডায়েরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে সেগুলিকে কর্মতৎপর করে তুলতে সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুই অতিরিক্ত জেলাশাসক ত্রিদিব রায় এবং অমিত পারবোসার উপস্থিতিতে সভায় নাবার্ড-এর ডিডিএম রবি লাইশ্রম এবং কো-অপারেটিভ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ অংশগ্রহণ করেছেন।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে পঞ্চদিবসীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ- প্রশিক্ষন কার্যশালা

লেম্বুছড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ- প্রশিক্ষণ বিষয়ক পক্ষদিবসীয় কার‍্যশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ একলব্য পরিসরে এই শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কার‍্যশালার উদঘাটন সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত আই আই আই টি আগরতলার নির্দেশক প্রফেসর অভয় কুমার মহোদয়। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ প্রশিক্ষন কর্মশালার গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রায় ৯৭ু আধুনিক ভাষা সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং,

সংস্কৃত শেখা অন্যান্য আধুনিক ভাষার গঠন বুঝতে সাহায্য করতে পারে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে এবং এইভাবে গণিত এবং বিজ্ঞান বুঝতেও সাহায্য করে থাকে। সংস্কৃত, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে একটি, বর্তমানে ব্যবহৃত অন্যান্য বেশিরভাগ ভাষাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

প্রফেসর অবধেস কুমার চৌবে মহোদয়, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিদ্যাশাখার অধ্যক্ষ এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টাতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের (ত্রিপুরা) নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র মহোদয় উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে একলব্য পরিসরের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রগানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

গণনা

● আটের পাতার পর

হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি কালেক্টর।

গণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার ছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এবার প্রচুর পরিমাণে প্রণামী সংগ্রহ হবে, যা মন্দিরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়ক হবে।

অবরোধ

● আটের পাতার পর

নেই। কেননা রাস্তার পাশে ড্রেনগুলি সংস্কার করার অভাবে জল জমে প্রচুর ধানের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলে এলাকাবাসী। এরপর ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পথ অবরোধ চলার ফলে রাস্তার দু”পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীরা। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষাস্থল পরিদর্শন করেন। আগামীকাল মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা আলিম”র ইংরেজী বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এদিন ডা: ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী বিজয় কুমার স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আজ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। নির্দিষ্ট সময়েই পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বোর্ড পরীক্ষায় অবতীর্ণ শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে শুভেচ্ছা। ভবিষ্যৎ নির্মাণের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সকলের সাফল্য কামনা করি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন দুর্গাপুর এলাকায় পুলিশ কর্মী দিলীপ সরকারের ভাড়াটিয়া বাসায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘটনায় ভাড়াটিয়া সুকান্ত সরকার ও বিপাশা মল্ল সরকার দম্পতি এবং তাদের ছেলে আদিত্য আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। তবে ঘরের মধ্যে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়ার পর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বেশ কয়েক ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে, এই ঘটনায় বাড়ির সমস্ত কিছু সহ একটি অটো গাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণভাবে ছাই হয়ে যায়।

আহত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন গোটা এলাকায়।

খোয়াইয়ে মাটি পরীক্ষার শংসাপত্র কৃষকদের হাতে তুলে দেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই , ২৪ ফেব্রুয়ারি: আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিহারের ভাগলপুরে কিষাণ সম্মান সমারোহ থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের ১৯তম কিস্তির অর্থ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার দেখার ব্যবস্থা করা হয় খোয়াইয়ে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৯ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২২ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এদিন খোয়াই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষকদের হাতে মাটি পরীক্ষার সার্টিফিকেট তুলে দেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধান অতিথি পিনাকী দাস চৌধুরী কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করার ক্ষেত্রে পিএম-কিসান প্রকল্পের রূপান্তরমূলক ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রশংসনীয় কাজের জন্য কেভিকে খোয়াই এবং কৃষি বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। এদিন তিনি কৃষকদের একটি সমৃদ্ধ কৃষি ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক কৌশল এবং সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে উতাহিত করেন।

কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ‘অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি’র বিভিন্ন পরিকল্পনা উত্তর পূর্বাঞ্চলে রাজ্যগুলিতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সড়ক, রেল, বিমান পরিষেবা উন্নতিকরণের মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগের ফলে রাজ্যে হীরা মডেল বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬টি জাতীয় সড়কের উন্নয়ন ও নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। রাজ্যে এমবিবি বিমানবন্দরকে আধুনিক মানের বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, এডিজিপি (ট্রেনিং) এম রাজা মুরুগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স অনুরাগ ধ্যানকর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এডিজিপি (এপি) জি এস রাও। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণকারী ৪৫টি দলের ম্যানেজারদের সাথে পরিচিত হন। অনুষ্ঠানে এছাড়া খেলোয়ারদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

শিশু ও যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

জানা যায়। ঘটনা বিবরণে জানা যায় সুমন সরকার প্রতাপগড় এলাকার একটি মেয়েকে মন্দিরে নিয়ে বিয়ে করে প্রায় দেড় বছর আগে। কিন্তু প্রণয়ের এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি মেয়ের বাড়ির লোকজন। মেয়েটিকে তার পরিবারের লোকজন বাড়িতে নিয়ে যায়।

জানা যায় গত কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরে এসে আজ ভোররাতে ফাঁসি দিয়ে নিজে ঘরে আত্মহত্যা করে ওই যুবক। তাদের অভিযোগ মেয়েটির কারণে এই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সুমন সরকার। এদিকে সুমনের বড় ভাইয়ের মেয়ে সরস্বতী সরকার ১ মাস ৬ দিনের বাচ্চা। হঠাৎ করে ভোরবেলায় আজ সেও মারা যায়। কি কারনে হঠাৎ করে বাচ্চাটি মারা যায় তা জানা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃত্যুর ঘটনার কারণ সন্ধানে তদন্তে নেমেছে।

বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

পুড়ে ছারখার করে দেয়। কোনরকম প্রাণে বেঁচে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন পিন্টু দেববর্মা। সব মিলিয়ে ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত পিন্টু পিন্টু দেববর্মা।

সোমবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন আইপিএফটি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মার বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে আসে ত্রিপুরা ইয়থ আইপিএফটির প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মা সহ আইপিএফটির কর্মীরা। কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সাথে। তবে রাস্তার বেহাল দশার ধরুন বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে সময়মতো ছুটে যেতে পারেনি অভিযোগ করলেন ক্ষতিগ্রস্ত পিন্টু দেববর্মা। এদিকে পিন্টু দেববর্মার বাড়িতে আগুন লাগার সাথে সাথে পার্শবর্তী বাড়ি ঘরের লোকজন তাদের ঘরের সমস্ত কিছু বের করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু কেউই পিন্টু দেববর্মার বাড়িতে আগুন নেভাতে সেইভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি। কাঠফাটা রোদে রান্নাঘরের আগুন রাবার সিট আসার সাথে সাথে আগুন যেন ভয়াবহ আকার ধারণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থেকে সর্বদা সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন ইউথ আইপিএটির রাজ্য সভাপতি বিকাশ দেববর্মা।

চিকিৎসাধীন

● প্রথম পাতার পর

গুরুতর আহত হয়েছে। কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে সে। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কুলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে সে কুলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

দিল্লি বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত বিজেন্দ্র গুপ্তা, শুভেচ্ছা জানালেন রেখা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হলেন রোহিনীর বিজেপি বিধায়ক বিজেন্দ্র গুপ্তা। সোমবার বিজেন্দ্র গুপ্তা দিল্লি বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে অধ্যক্ষের আসন পর্যন্ত নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা। বিজেন্দ্রকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিবেশন চলাকালীন এদিন দিল্লি বিধানসভার অভ্যন্তরে এএপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখান। অতিশী অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ডঃ বি আর আম্বেদকর এবং ভগৎ সিংয়ের ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্পিকার বিজেন্দর গুপ্তা বলেছেন, ‘আপনার এটিকে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম করা উচিত ছিল না। বিরোধীরা সভা সুচারুভাবে চালাতে চায় না। এএপি সভার কাজকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। সভার মর্যাদা বজায় রাখুন।’

ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব সপরিবারের পুণ্যস্নান সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের

প্রয়াগরাজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় অংশ নিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সপরিবারের গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম, ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। পুণ্যস্নানের পর তিনি বলেছেন, ‘আমার ভালো লাগছে। আমি মা গঙ্গার আশীর্বাদ পেতে আমার বাবা-মা এবং পরিবারের সঙ্গে এসেছি। মা গঙ্গা আমাদের সকলের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করুক, এটাই প্রার্থনা।’ উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কুম্ভমেলা এখন শেষ লগ্নে। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। সেই দিনই মহাকুম্ভ মেলার সমাপ্তি।

সরকারি মঞ্চে তৃণমূল নেতাদের আসন; বিডিও রইলেন দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া সৌমিত্রর

দুর্গাপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে ব্রাত্য প্রশাসনিক আধিকারিক। অথচ সামনের সারির আসন দখল করেছেন শাসকদলের নেতারা। এমনই এক বিতর্কিত ছবি ধরা পড়ল পানাগড়ে রাজ্য পরিবহনের প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কাঁকসা বিডিও পর্ণা দে-কে, আর মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন তৃণমূল নেতারা। এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।জাতীয় সড়কের পাশে পানাগড় বাইপাসে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করেছে রাজ্য পরিবহন দফতর, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায়। রবিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই, দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা বিডিও পর্ণা দে-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।অনুষ্ঠানের ব্যানারে কাঁকসা বিডিও পর্ণা দে-র নাম স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, অথচ মঞ্চের সামনের সারিতে তাঁকে বসতে দেখা যায়নি। বরং সেই আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে শাসকদলের নেতারা জায়গা পেলেও সরকারি আধিকারিক বিডিও পর্ণা দে-কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটি অনুশাসনহীন দল। সরকারি অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিকদেরই সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। একজন বিডিওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, অথচ দলীয় নেতারা চেয়ারে বসে রয়েছেনএটা লজ্জাজনক ও নিন্দনীয় ঘটনা। তবে অভিযোগ উড়িয়ে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল সভাপতি নবকুমার সামন্ত বলেন, বিডিও ম্যাডাম বসেছিলেন, হয়তো কোনও এক সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিরোধীরা বিষয়টি অতিরঞ্জিত করছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে।

তিলোত্তমার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন মমতা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তিলোত্তমার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সোমবার চিকিৎসক সম্মেলনে বক্তব্য শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা মনে করান, িলোত্তমার শাস্তির দাবিতে তিনি নিজে রাস্তায় হেঁটেছিলেন। এমনকী ‘অপরাজিতা বিল’ও এনেছেন, যা এখনও পড়ে রয়েছে।গত অগস্ট মাসে আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরাই যদি নিরাপদ না হন, তাহলে রোগীদের চিকিৎসার কী হবে? উঠেছে প্রশ্ন। সেই প্রসঙ্গে বিক্ষোভকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার ফের চিকিৎসকদের মুখোমুখি হলেন তিনি। সোমবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এদিনের বৈঠকে এসএসকেএম-এর ১০০ জন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ৭০ জন, নীলরতন সরকার হাসপাতালের ২৫ জন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ২৫ জন, সিএনএমসি-র ২৫ জন, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ৭৫ জন, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের ২২০ জন, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ১২০ জন, কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের ৩০০ জন, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের ১৫০ জনকে দেওয়া হয় আমন্ত্রণপত্র।

দ্বারস্থ পরিবার

● প্রথম পাতার পর

সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ সুপারের নিকট যায়।

মহকুমা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়ে, পরিবারের সদস্যরা একটি অভিযোগপত্র জমা দেন। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি আগামীকাল সকাল ১২টার মধ্যে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

সম্পন্ন করা হবে। পর্যটন দপ্তরে পদোন্নতির ভিত্তিতে ২ জন আপার ডিভিশন ক্লার্ক এবং ৩টি গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে ২টি বায়ো মেডিকেল ইঞ্জিনীয়ার (গ্রুপ-এ) পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিপিএসসি’র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের অর্থ ব্যাংক একাউন্টে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছেন। আগরতলায় এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করা হয়।আগরতলা অরুন্ধতীনগরস্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ কৃষি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ২ লক্ষ ৮৭ হাজার কৃষক কৃষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এ ধরনের কর্মসূচি পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে বলে জানা নেই বলে জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আজ প্রায় ৫০ কোটি টাকার অধিক রাজ্যের কৃষকদের একাউন্টে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি বলেন, সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখনো পর্যন্ দেশের ১১ কোটির অধিক কৃষক সুবিধা পেয়েছেন। এর জন্য মোট সাড়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকার অধিক সরকারের ব্যয় হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরাও ৭৮০ কোটি টাকার অধিক পেয়েছে। তিন কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে কৃষকদের একাউন্টে প্রতিবছর ঢুকছে। যার ফলে গরিব অংশের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হয়েছে। নিঃসন্দেহে কৃষকদের জন্য এটা বড় প্রাপ্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, বিগত দিনে ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে দেশের প্রকল্প হয়েছে, বর্তমানে কোন প্রকল্প ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কার্যকর করে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে প্রধানমন্ত্রী অষ্টলক্ষী নাম দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না করে ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

অপপ্রচার রুখতে ডাক্তারদেরই এক হওয়ার ডাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ”চিকিৎসা ব্যবস্থায় যা কিছু সমস্যা যা কিছু অপপ্রচার, তা রুখতে ডাক্তারদেরই এক হতে হবে, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে।’’ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘চিকিৎসার আরেক নাম সেবা’ শীর্ষক সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে সোমবার এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার এবং চিকিৎসকদের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’’আপনারা ছিলেন বলেই আজ এত ভাল সব কিছু হয়েছে। আমি আগে যেতাম পিজি, শম্ভুনাথ, মেডিক্যাল কলেজ-- এইসব সরকারি হাসপাতালে।

তিনি বলেন, সব জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট গেট ছিল। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বেরোনোর উপায় নেই। আমরা তখনই গেটগুলো আগে বড় করি, হাসপাতাল রং করি, নাইট শেল্টারের ব্যবস্থা করি। আগে দেখতে ভাল হওয়া দরকার, তার পরে গুণ বিচার করা হবে।’’

সেই সঙ্গে মমতা মনে করিয়ে দেন. ’’বামফ্রন্ট আমলে চিকিৎসার অবহেলা হতো। একজন রাজ্যমন্ত্রীকে দিয়ে চালানো হতো স্বাস্থ্য দফতর। তাই টিমটিম করে চলত সব কিছু। আমি একটাই কারণে নিজের কাছে রেখেছিলাম স্বাস্থ্য দফতর, কারণ আমার মনে হয়েছিল, এই দফতরের কাজ একজন রাজ্যমন্ত্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয় কখনওই। কারণ এই বিষয়টা সামগ্রিক ভাবে নজর রাখতে হয়, দেখতে হয়।’’

সেই সঙ্গে তাঁর উদ্বেগ, ’’আজকাল জাল ওষুধও বেরিয়ে গেছে। মানুষের লোভ এত বেড়ে গেছে, একটা ভাল কাজকে খারাপ করে দিতে এক সেকেন্ড লাগে।’

জব্বলপুরে জীপ ও বাসের সংঘর্ষে মৃত ৬ পুণ্যার্থী, আহত দু”জন

জব্বলপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে জীপ ও বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন পুণ্যার্থী। এছাড়াও দু”জন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতরা কর্ণাটকের বাসিন্দা। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের পর তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন, সোমবার ভোরে জব্বলপুর পৌঁছলেন তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি বাস। পুলিশ জানিয়েছে, ৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর সিহোরা তহসিলের পাহরেওয়া গ্রামের কাছে সোমবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ও আহতরা কর্ণাটকের বাসিন্দা, তাঁরা প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে এগোচ্ছে ভারত রাজনাথ সিং

মান্ডি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। সোমবার এই মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আইআইটি মান্ডির ১৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ’ভারত সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি এবং ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের মতো উদ্যোগের দিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।’প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ’ই-কমার্স এবং ফিনটেক-এর মতো শব্দগুলি বেশ কয়েক বছর আগেও শোনা যায়নি এবং এখন সেই সব বাস্তবতা এবং ভারত এই ক্ষেত্রেও প্রতিদিন নতুন রেকর্ড স্থাপন করছে।’ রাজনাথ সিং বলেছেন, এখন সমগ্র বিশ্ব প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব ও অবদানকে স্বীকার করছে। ভারতীয় প্রযুক্তিগত সেক্টর আগামী ৫ বছরে ৩০০-৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কক্সবাজারে বিমানবাহিনীর নির্মীয়মান ঘাঁটিতে হামলা, গুলিতে তরুণের মৃত্যু

কক্স বাজার, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের কক্সবাজার বিমানবন্দরের পশ্চিম পাশে বিমানবাহিনীর নির্মীয়মান ঘাঁটিতে হামলা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিও চলে। এতে শাহাব কবির নাহিদ (৩০) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সমিতিপাড়ার পার্শবর্তী কুতুবদিয়া পাড়ার জাহেদ হোসেন নামের এক তরুণের সঙ্গে বিমানবাহিনীর একটি তল্লাশিচৌকিতে হেলমেট পরা নিয়ে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের কথা-কাটাকাটির ঘটনা ঘটে। এরপর জাহেদের আত্মীয়স্বজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিমানবাহিনীর নির্মীয়মান ঘাঁটি ও সদস্যদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এরপর বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। তাতে গুলিবিদ্ধ হন শিহাব কবির নাহিদ। স্থানীয় লোকজন শিহাবকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিহাবের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে বিমানবাহিনীর ঘাঁটির দিকে আসতে থাকেন। দুপুর ১২টার দিকে কক্সবাজার-৩ (সদর, রামু, ঈদগাঁও) আসনের প্রাক্তন সাংসদ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী বিষয়ক সম্পাদক লুৎফর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে লোকজনকে সরিয়ে দেন। এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কাশী-তামিল সঙ্গমম -৩ সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

বারাণসী, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাশী-তামিল সঙ্গমমের তৃতীয় সংস্করণের সমাপনী অনুষ্ঠান সোমবার সন্ধ্যায় নমোঘাটে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত থাকবেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারী তামিল শিল্পীরা কাশীতে তাঁদের ১০ দিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবেন।

এর আগে, কাশী-তামিল সঙ্গমমের শেষ পর্যায়ের অতিথিরা রবিবার সন্ধ্যায় শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করেছেন। মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ডমরুর নাদ ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে তামিল অতিথিদের পরম শ্রদ্ধা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। গঙ্গার তীরে গঙ্গাদ্বারে পৌঁছালে তাঁদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। এরপর অতিথিরা উচ্ছ্বাসভরে ’হর হর মহাদেব’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ ধামে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁরা ভক্তিভরে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মহাদেবের দর্শন ও পূজা করেন এবং ধামের পবিত্র পরিবেশে এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করেন।

AFFIDAVIT

I, Smt. Rajashree Saha, W/o. Sri Debabrata Ray, D/o. Late Rakhal Chandra Saha, resident of 28, NS Road, Agartala, P.O.-Agartala, P.S. West Agartala, Dist-West Tripura, Pin-799001 do hereby declare that I have changed my name from Rajashree Saha, Rajashree Ray, Rajasree Ray, Rajashree Saha (Ray) to Rajashri Ray and henceforth I shall be known as Rajashri Ray in all purpose, vide affidavit no-Agt/10/Feb sworn before the Notary Public at Agartala, West Tripura on 19-02-2025. Rajashri Ray, Rajashree Saha, Rajasree Ray, Rajashree Ray and Rajashree Saha (Ray) are the same female person and identical one.

অঙ্গন

অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু, ১১টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এ যাবৎ কালের মধ্যে মেগা ইভেন্ট। রাজ্য ফুটবল আঙিনায় সর্ববৃহৎ আয়োজন। সর্বভারতীয় স্তরের জাতীয় পর্য্যায়ের ৭৩ তম বি এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপের বৃহৎ আয়োজনের উদ্বোধন ঘোষণা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা: প্রফেসর মানিক সাহা তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। আজ, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ৭৩ তম বি.এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫। এবারকার এই আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ত্রিপুরা পুলিশ। রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি জিরানীয়া, মোহনপুর, জম্পুইজলা, এবং উদয়পুরস্থিত স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রো টার্ফ মাঠে সর্বভারতীয় স্তরের পুলিশ দলগুলোর জাতীয় ফুটবল আসরের ম্যাচগুলি শুরু হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা পৃথক পৃথক দুটি বিভাগে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে উনাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে পুরুষ বিভাগের খেলায় সকাল সাড়ে সাতটায় ত্রিপুরা ও তেলেঙ্গানা, বিকেল সাড়ে চারটায় পাঞ্জাব ও তেলেঙ্গানা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মেঘালয় ও ঝাড়খণ্ড পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা আড়াইটায় মহিলা বিভাগের টুর্নামেন্টে এসএসবি ও উড়িষ্যা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উদয়পুরের চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ন'টায় অরুণাচল ও তামিলনাড়ুর ম্যাচ দিয়ে সেখানকার খেলা শুরু হবে। জম্পুই জ্বলাতেও আগামীকাল বেলা আড়াইটায় লাক্ষাদ্বীপ ও দিল্লির ম্যাচ রয়েছে। জিরানি আর এস এন কলোনি মাঠে আগামীকাল সকাল আটটায় গুজরা টু জম্মু-কাশ্মীর এবং বেলা আড়াইটায় সি আর পি এফ বনাম আরপিএফ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মোহনপুর তুলাবাগান মাঠে আগামীকাল সকাল আটটায় মহারাষ্ট্র খেলবে বিহারের বিরুদ্ধে। বেলা আড়াইটায় সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উদ্বোধনী দিনে আজ, সোমবার আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা আড়াইটায় পুরুষ বিভাগের একটি ম্যাচ এবং বিকেল সাড়ে চারটায় মহিলা বিভাগের একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জিরানিয়ায় এস এম কলোনি মাঠে বেলা আড়াইটায় কেরালা খেলেছে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। একইভাবে মোহনপুরের তুলাবাগান মাঠে বেলা আড়াইটায় পুরুষ বিভাগের আসাম রাইফেলস ও উড়িষ্যা পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলেছে।

প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে পুরুষ বিভাগে ৩৬ টি এবং মহিলা বিভাগের ৯টি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ ইউনিট অংশ নিয়েছে। বলা বাহুল্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রায় অর্ধশতক ফুটবলার এই মেগা আসরে বিভিন্ন রাজ্য এবং ইউনিটের হয়ে খেলতে এসেছেন। আগামীকাল সবকটি মাঠ মিলিয়ে মোট ১১ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে তরুণকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঋজু সাহার দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত তরুণ সংঘকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। খেলা ছিল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। সোমবার নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব। দুই দলের এই ম্যাচে ব্লাড মাউথ ৭৪ রানে পরাজিত করে তরুণকে।সকালে ব্লাড মাউথ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৪৮ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ২৭০ রান। ব্যাট হাতে নিয়ে ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান অনামিকা দাস (২২) ও সুপ্রিয়া দাস (৩২) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও দলকে বেশি প্রত্যাশা জোগাতে পারেনি। এই জুটি ফিরে যাবার পর মিডেল ওর্ডারে ঋজু সাহার অপরাজিত ৮৫ রানের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষদের কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মত রান তুলতে সক্ষম হয় ব্লাড মাউথ। শেষদিকে ঋজু ছাড়াও ব্যাট হাতে নিয়ে রান পেল অন্বেষা দাস (২৩) ও পূজা পাল(২৯)। তরুণের বোলারদের মধ্যে ৪১ রানের বিনিময়ে সর্বাধিক পাঁচটি উইকেট পেল শিউলি চক্রবর্তী।

জবাবে জয়ের জন্য ২৭১ রানের টার্গেট নিয়ে তরুণ বাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভার এর আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। তবে প্রথম সারির ব্যাটসম্যান সুলক্ষণা রায় দলকে জয় এনে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও অন্যদের ব্যর্থতার কারণেই শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখতে হয় তরুণকে। ইনিংসের সুলক্ষণা ৮১ রানে থাকে অপরাজিত। যেই দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক তিনটি উইকেট পেল অন্বেশা দাস।

সিনিয়র সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ইউ: ফ্রেন্ডস জয় ব্লাড মাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দীপ্তনু চক্রবর্তীর বোলিং এবং প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তবের মারমুখী আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এর সাহায্যে বিপুল মজুমদার স্মৃতি সিনিয়র সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে আরো একটি ম্যাচে কার্য্যত সহজ জয় পেল ব্লাডমাউড ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী মেলাঘর শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মুখোমুখি হয় ব্লাড মাউথ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এক দিবসীয় এই ম্যাচে শনিবার ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে সাত উইকেটে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ব্লাড মাউথ।

সকালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২১ রান তুলে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিশাল ঘোষ(২৫) এবং মিডেল ওর্ডারে সাগর শর্মা (৩০) ও দীপক খাটারির(৪৪) হাত ধরেই ইনিংসে শত রানের গণ্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।

ব্লাড মাউথের দীপ্তনু চক্রবর্তী ১৬ রান দিয়ে একাই তুলে নেয় চারটি উইকেট।

এছাড়া দুটি উইকেট পেল শাহরুখ হোসেন। জবাবের জয়ের জন্য ১২২ রানের টার্গেট নিয়ে ব্লাড মাউথ ব্ল্যাড করতে নেমে মাত্র তিনজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১২৫ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়।

তবে জয়ী দলের প্রথম সারির সার ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে নিয়ে ব্যর্থ হলেও মিডেল অর্ডারে প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তবের মারমুখী অপরাজিত ৯০ রানের সাহায্যেই এদিন সহজ জয় পেল ব্লাড মাউথ। ইনিংসে প্রিয়াংশু মাত্র ৩৯ টি বল মোকাবেলা করে চারটি চার ও ১১ টি ৬ এর সাহায্যে সর্বোচ্চ অপরাজিত ৯০ রান তুলে।

নিম্নগামী পাক ক্রিকেটের মান

ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান হতাশ মুখে গ্লাভস খুলছেন। তাকিয়ে রয়েছেন বিরাট কোহলির দিকে। রানে না থাকা ব্যাটার তাঁদের বিরুদ্ধে প্রায় একাই ম্যাচ জিতিয়ে দিলেন। উইকেটের পিছন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন রিজওয়ান। হয়তো এই প্রতিযোগিতা শেষে কোপ পড়বে তাঁর উপর। যেমন এক দিনের বিশ্বকাপে হারের পর সরতে হয়েছিল বাবর আজমকে। এটাই তো পাকিস্তান ক্রিকেটের পরিচিত ছবি।

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ বহু দিন। পাকিস্তানের মাটিতে খেলতেও যান না রোহিত শর্মারা। দুই দেশের লড়াই শুধু আইসিসি প্রতিযোগিতাতেই দেখা যায়। যে ম্যাচের দিকে নজর থাকে সকলের। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটের মান যে ভাবে কমছে, তাতে আগামী দিনে এই ম্যাচে ক্রিকেটীয় লড়াই কতটা দেখা যাবে, সেটা সন্দেহের।

ইমরান খানের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান। ২০০৯ সালে জিতেছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০১৭ সালে জিতেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সব ধরনের আইসিসি ট্রফি রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতরে। কিন্তু এখনকার পাকিস্তান দল কি আদৌ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা নিয়ে খেলে? ম্যাচ শেষে রিজওয়ান বলেন, "আমরা টস জিতলেও সেটার সুবিধা নিতে পারিনি। ওদের বোলারেরা খুব ভাল বল করে। আমি আর সাউদ শাকিল চেষ্টা করছিলাম শেষ পর্যন্ত ব্যাট করার। কিন্তু খারাপ শট নির্বাচন আমাদের শেষ করে দিল। আমাদের চাপে ফেলে দিল ওরা। দলের সব বিভাগ একসঙ্গে খেলতে না পারলে ব্যর্থতা আসবেই। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। আমাদের ফিল্ডিংয়ে উন্নতি করতে হবে। অনেক ভুল করেছি আমরা এই ম্যাচে।" পাকিস্তান দলের মানসিকতা দেখলে মনে হয় না তারা জেতার জন্য মরিয়া।

ম্যাচের আগের দিন অনুশীলন করেননি বাবর। গোটা পাকিস্তান দল শনিবার সন্ধ্যায় অনুশীলন করলেও অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। যা নজর এড়ায়নি সংবাদমাধ্যমের। শুরু হয়ে গিয়েছিল জল্পনা। তা হলে কি ফর্মে না থাকা বাবরকে বাদ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন রিজওয়ানেরা? অনুশীলনের পর সরাসরি এই প্রশ্ন করা হয়েছিল পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী কোচ আকিব জাভেদকে। বাবরের অনুশীলন না করা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানাননি পাকিস্তানের কোচ। তিনি শুধু বলেছেন, "বাবর বিশ্রাম নিয়েছে।" ফর্মে না থাকা এক জন ক্রিকেটার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে বিশ্রাম নিয়েছেন? এই দৃশ্য খুব পরিচিত নয়। কিন্তু পাকিস্তানের বাবর সেটাই করলেন। গত ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য হারতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। তিনিই অনুশীলন করেননি ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে। কোনও দল জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলে এমন কাণ্ড করা যায় না।

ইনজামামকে খোঁচা আকরাম—শাস্ত্রীর

ইনজমাম---উল---হক ও রানআউট একসময় সমার্থক ছিল। ক্রিকেট দুনিয়ায় ইনজামামের রানআউট হওয়া নিয়ে আছে অনেক হাস্যরসাত্মক গল্পও। বিভিন্ন সময় সাবেক এই পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানের রানআউট হওয়ার গল্প শুনিয়ে বেশ মজাও নিতে দেখা গেছে তাঁর সাবেক সতীর্থদের।

আজ আরও একবার রানআউটকে ঘিরে আলোচনায় এসেছেন ইনজামাম। তবে নিজের রানআউটের জন্য নয়, ইনজামাম আলোচনায় এসেছেন তাঁর ভাতিজা ও পাকিস্তান দলের ওপেনার ইমাম---উল---হকের রানআউট হওয়ার ঘটনায়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত --- পাকিস্তানের হাইভোল্টেজ ম্যাচে বাবর আজমের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছিলেন ইমাম। শুরুতে স্কোয়াডে না থাকলেও ফখর জামানের চোট ইমামকে জায়গা করে দিয়েছে পাকিস্তান দলে। তবে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি ইমাম।

২৬ বলে ১০ রান করে ফিরেছেন রানআউট হয়ে। কুলদীপ যাদবের বলে মিডঅনে শট খেলে সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা করেন ইমাম। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে বল কুড়িয়ে নিয়ে থ্রো করা অক্ষর প্যাটেলের গতিকে পেছনে ফেলতে ব্যর্থ হন ইমাম। ফিরতে হয় রানআউটের শিকার হয়ে।

ইমামের রানআউটের ঘটনা দুই দেশের সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী এবং ওয়াসিম আকরামকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় কিংবদন্তি ইনজামামের কাছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রেকর্ড ৪৬ বার রানআউট হয়েছেন ইনজামাম। সাবেক এই মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যানের ভাতিজা ইমাম আজসহ ৬ বার রানআউট হয়েছেন।

ধারাভাষ্যে থাকা শাস্ত্রী মজা করে জানতে চান রানআউট হওয়াটা ইমাম চাচার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আকরাম বলেন, 'কোনো মন্তব্য করতে চাই না। ইনজি (ইনজামাম) কষ্ট পাবে। কিন্তু তেমন কিছু আমিও ভাবছি।

সিনিয়র সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে স্ফুলিঙ্গ জয় করলো জে সি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঘরোয়া সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে একপ্রকার লড়াই করেই জয় পেল এবার জে সি সি। রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সোমবারের ম্যাচে জেসিসি ২ উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ স্ফুলিঙ্গকে। আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়াম এদিন জয়ের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই ময়দানে নামে দুটি দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ দেখাতে সক্ষম হল জেসিসি। সকালে স্ফুলিঙ্গ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দলনায়কের এই সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যাটসম্যানই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ইনিংসে দল সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৭৮ রান। নিরুপম সেন (২৮), শুভম ঘোষ (৫৪), কৌশল আচার্য (৩৮)ও শংকর পালের (১৬) হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে স্ফুলিঙ্গ।জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে এদিন ইনিংসে চারটি করে উইকেট পেল অর্জুন দেবনাথ ও বিক্রম দেবনাথ। জবাবে জয়ের জন্য ১৭৯ রানের টার্গেট নিয়ে জেসিসি ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই ৮ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১৮১ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। ইনিংসে দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানরা ব্যাট হাতে নিয়ে হতাশ করলেও শেষ দিকে হিমাংশু শিং(৩৪), বিক্রম দেবনাথ(৪১*) ও দেবরাজ দের(২৫) ব্যাটিং লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নিল জেসিসি। পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে শুভম ঘোষ চারটি ও দুটি উইকেট পেল বিজয় রায়।

ট্রোলের মুখে পড়ে ডিগবাজি আইআইটি বাবার

হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে হারাতে পারবে না ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে এমনটাই দাবি করেছিলেন মহাকুম্ভের ভাইরাল আইআইটি বাবা। কিন্তু বাস্তবে হল ঠিক উলটো। গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়ে পাকিস্তানকে হারাল ভারত। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ট্রোলড হতেই 'পালটি' খেয়ে আইআইটি বাবার দাবি, মনে মনে তিনি জানতেন ভারতই জিতবে! ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে আইআইটি বাবা অভয় সিংয়ের দাবি ছিল, "পাকিস্তানই জিতবে। বিরাট কোহলি আর বাকিরা দারুণভাবে চেষ্টা করলেও জিততে পারবে না!" এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে দিব্যি হাসতে হাসতে একথা বলেছিলেন তিনি। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী মোটেই ভালোভাবে নেননি ভারতীয় সমর্থকরা। তাঁদের যুক্তি ছিল, ওয়ানডে ব্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ভারত। সেখানে পাকিস্তান তিনে। তার উপর উদ্বোধনী ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছেন রিজওয়ানরা। অর্থাৎ ধারে ও ভারে এগিয়ে রোহিত শর্মারা। তাই পাকিস্তান জিতবে ধরে নেওয়াটা অলীক কল্পনা।

ম্যাচ শেষ হতেই ভারতীয় সমর্থকদের কটাক্ষের শিকার হন আইআইটি বাবা। তাঁকে অনেকেই এবার ভবিষ্যদ্বাণী করা থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কেউ যেন আইআইটি বাবার সাক্ষাৎকার না নেন, এমনটাই আর্জি নেটিজেনদের। অনেকের মতে, আইআইটি বাবা আসলে ভুয়ো। টিম ইন্ডিয়ার জন্য 'পনৌতি' বা অশুভ বলে নিজেকে পরিচয় দেওয়া প্রফুল্ল বিল্লোরও বলেন,'আজ আমি পদত্যাগ করছি। আইআইটি বাবা এই জায়গাটা নিতে পারেন।'

ব্যাপক ট্রোলের মুখে পড়ে অবশ্য ডিগবাজি খেয়েছেন আইআইটি বাবা। এক্স হ্যান্ডেলে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, পোস্ট করেছেন টিম ইন্ডিয়ার ছবিও।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে সেমিফাইনালে এগিয়ে চলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য সিনিয়র আমন্ত্রণ মূলক মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে পৌঁছার আগে চমৎকার জয় পেল আগরতলা মেলার মাঠের এগিয়ে চলো সংঘ। টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী সোমবার সুপার সিক্সের ষষ্ঠ ম্যাচে বামুটিয়া তালতলা স্কুল মাঠে সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে মুখোমুখি হয় এগিয়ে চলো সংঘ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দিনের এই ম্যাচে সহজেই ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে লক্ষমাত্রা পূরণ করে নেয় এগিয়ে চলোর মহিলা ক্রিকেটাররা। সকালে এগিয়ে চলো টসে জিতে প্রতিপক্ষদের জয়ের জন্য বিশাল রানের টার্গেট দিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। দলনায়িকার নেওয়া এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দেয় এগিয়ে চলুন তিন ক্রিকেটার মেঘা সরকার (৭৩), অনন্যা দেবনাথ (৫৪) ও মামন রবিদাস (৪৪)। এই তিন ব্যাটসম্যান এর হাত ধরেই প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৬ রানের সাহায্যে ইনিংসে ২৪৩ রান তুলতে সক্ষম হয় এগিয়ে চলো। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক তিনটি উইকেট নেয় সৌরভী রায়। জবাবে ২৪৪ রানের টার্গেট নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫৫ রানে ব্যাটিং লড়াই থামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ডু অর ডাই ম্যাচে এদিন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের সব ব্যাটসম্যানই ব্যাট হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।জয়ী দল সেবিকা দাসের তিনটি এবং মামন রবিদাস ও প্রিয়াঙ্কা দাসের দুটি করে উইকেটের বিনিময়ে এদিন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে সহজেই হারিয়ে সেমিফাইনাল খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয়।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি ক্রিকেটে সংহতিকে পরাজিত করল হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যের ঘরোয়া ক্রিকেটে এক সময়কার দাপোটে দল সংহতি এবারের বিপুল মজুমদার স্মৃতি সিনিয়র সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে প্রত্যাশিত ফলাফল করতে ব্যর্থ। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে এবার হার্ভের কাছে পরাজিত হলো সংহতি। তাও আবার ৩৭ রানে। সোমবার নরসিংগড় টি আই টি গ্রাউন্ডে হার্ভে ও সংহতি পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সকালে সংহতি টসে জিতে প্রতিপক্ষদের কম রানের মধ্যে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দলের সংহতির বোলাররা বল হাতে নিয়ে সফল হলেও ব্যাটসম্যানরা কার্য্যত ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সকালে হার্ভে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ১১৫ রান তুলতে সক্ষম হয়। ওপেনিং জুটির ব্যাটসম্যান তেজস্বী যশোয়াল এর ৩৬ রান ও মিডেল অডারে অমিত কুমার চৌহানের ৪৬ রানের সাহায্যে এদিন ইনিংসে শতরানের গণ্ডি অতিক্রম করে হার্ভে।

সংহতির বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট পেল সানি সিং। এছাড়া দুটি করে উইকেট নেয় চিরঞ্জিত পাল ও যশরাজ যোশী। জবাবে সংহতি জয়ের জন্য মাত্র ১১৬ রানের সহজ টার্গেটকে সামনে রেখে ব্যাট করতে নেমে ৭৮ রানেই লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। হার্ভের বোলারদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে কার্য্যত অসহায় ভাবেই ইনিংসে আত্মসমর্পণ করে সংহতির ব্যাটসম্যানরা। শ্রীদাম পালের ২৫ রান ও শেষদিকে সঞ্জয় মজুমদারের ১৫ রান ছাড়া আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রান নেই। যেই দলের বিজয় গহিল একাই নেয় চারটি উইকেট। এছাড়া দুটি করে উইকেট পেল অমিত কুমার চৌহান, অর্কজিৎ রায় ও আলতামাস।

ম্যাচ হেরে বিরাট-ঘোর কাটছে না পাক অধিনায়ক রিজওয়ানের

কিছু ক্ষণ আগেই ৬ উইকেটে হেরেছে তাঁর দল। যে ক্রিকেটার তাঁদের হারিয়েছেন, সেই বিরাট কোহলির ইনিংস নিয়ে বিস্মিত পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। কী ভাবে কোহলি ওই রকম ইনিংস খেললেন তা বুঝতে পারছেন না তিনি। সেই কারণেই হয়তো ঘোর কাটছে না রিজওয়ানের। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোহলিকে দিয়েই শুরু করলেন তিনি।সাংবাদিক বৈঠকে সাধারণত নিজের দলের শক্তি-দুর্বলতার কথা বলেন অধিনায়ক। ম্যাচের বিশ্লেষণ করেন তিনি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে রিজওয়ানকে কোনও প্রশ্ন করার আগেই তিনি বলে ওঠেন, "চলুন, কোহলিকে দিয়েই শুরু করি।" তার পরেই ভারতীয় ক্রিকেটারের প্রশংসা শুরু করেন রিজওয়ান। তিনি বলেন, "ওর কঠিন পরিশ্রম দেখে আমি বিস্মিত। ও নিশ্চয় খেলার আগে নেটে অনেক সময় কাটায়। গোটা বিশ্ব বলছে, ওর ফর্ম খারাপ। কিন্তু বড় ম্যাচে কোহলি বুঝিয়ে দেয়, ও কতটা বড় ক্রিকেটার।"

রিজওয়ান জানিয়েছেন, কোহলিকে আউট করার সব রকম চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে সমস্যায় ফেলতে পারেননি। সেই কারণেই ম্যাচ হারতে হয়েছে। রিজওয়ান বলেন, "আমরা সব রকম চেষ্টা করেছি। ওকে সহজ বল দিইনি। কিন্তু তার পরেও কোহলি রান করেছে। সেই কারণেই ও এত বড় ক্রিকেটার। কোহলি আউট হয়ে গেলে ভারত চাপে পড়ত। কিন্তু ও খেলা আমাদের হাত থেকে নিয়ে চলে গেল।"১০০ রানের ইনিংসে মাত্র সাতটি চার মেরেছেন কোহলি। একটিও ছক্কা মারেননি। অর্থাৎ, ৭২ রান দৌড়ে নিয়েছেন তিনি। দুবাইয়ের বড় মাঠ কাজে লাগিয়েছেন। কোহলির ফিটনেস দেখে অবাক হয়েছেন রিজওয়ান। তিনি বলেন, "ওর ফিটনেসের প্রশংসা করতেই হবে। যে ভাবে গোটা ইনিংস জুড়ে ও দৌড়াল, তা অবাক করার মতো। আমরা ওকে আউট করার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। কোহলি সত্যিই বড় ম্যাচের ক্রিকেটার।"

তাঁর দল যে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, তিনটি বিভাগেই হেরেছেন তা স্বীকার করে নিয়েছেন রিজওয়ান। তবে তার মধ্যেও আশার আলো দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। সাউদ শাকিল ও আব্রার আহমেদের প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক। তিনি বলেন, "আমি হতাশ। কোনও এক জনের নাম আলাদা করে নেব না। এই হারের জন্য দলের সকলেই দায়ী। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং, তিনটে বিভাগেই আমরা হেরেছি। তার মধ্যেই শাকিলের ব্যাটিং ও আব্রারের বোলিং নজর কেড়েছে। ওরা ভাল খেলার চেষ্টা করেছে।"

পর পর দু'ম্যাচ হেরে যাওয়ার পরে পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় শেষ। খাতায়-কলমে সুযোগ থাকলেও তার অঙ্ক বড় জটিল। সেই অঙ্কের দিকে এখন তাকাতে চাইছেন না রিজওয়ান। গ্রুপের শেষ ম্যাচে তাঁদের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচ জিতে সম্মান বাঁচানোর লক্ষ্যে পাকিস্তানের অধিনায়ক।

অপেক্ষায় ছিল গোটা দেশ নিশ্চিন্ত ছিল রোহিতদের সাজঘর

দুবাইয়ের মাঠে দাপট দেখাল ভারত। বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং, তিন বিভাগেই পাকিস্তানকে টেক্কা দিল তারা। ম্যাচের নায়ক হয়ে উঠলেন বিরাট কোহলি। সেই কোহলি, কয়েক দিন আগেও যাঁর সমালোচনা হচ্ছিল। ব্যাটে রান ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানকে সামনে দেখলেই যেন জ্বলে ওঠেন কোহলি। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্নে একার ব্যাটে ভারতকে জিতিয়েছিলেন। তিন বছর পর দুবাইয়ের মাঠেও সেটাই দেখা গেল। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন। কোহলির শতরানের অপেক্ষায় গোটা দেশ ছিল। কিন্তু সাজঘর ছিল নিশ্চিন্ত। পাকিস্তানকে হারিয়ে সেই কথাই বললেন রোহিত শর্মা। কোহলির ফর্ম নিয়ে যখনই প্রশ্ন হয়েছে, সপাটে জবাব দিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। বার বার বলেছেন কোহলির রানের খিদের কথা। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর ফিটনেসের কথা। গম্ভীরের কথাই যেন আবার শোনা গেল রোহিতের মুখে। তিনি বললেন, "কোহলি দেশের হয়ে খেলতে ভালবাসে। ও যেটা ভাল করে সেটাই এই ম্যাচে করেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ও যে ব্যাটটা করেছে তা দেখে আমরা অবাক হইনি। ওর শতরান নিয়ে আমাদের সাজঘর নিশ্চিন্ত ছিল।"

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে খেলেছেন কোহলি। শুরুতে সময় নিয়েছেন। ধীরে ধীরে রান তোলার গতি বাড়িয়েছেন। সতীর্থের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন। আবার শেষ দিকে শতরানের জন্য বড় শট খেলেছেন। খেলা শেষে কোহলিকে দেখে বোঝা গিয়েছে, কতটা তৃপ্তি পেয়েছেন তিনি। কোহলির ইনিংস হাসি ফুটিয়েছে রোহিতের মুখেও। সতীর্থকে নিয়ে তাই উচ্ছ্বসিত তিনি।

কোহলির আলাদা করে প্রশংসা করলেও রোহিতের গলায় শোনা গিয়েছে দলগত জয়ের কথা। প্রথমে বল করে পাকিস্তানকে ২৪১ রানে আটকে রাখার জন্য দলের বোলারদের প্রশংসা করেছেন রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেন, "আমরা দুর্দান্ত বল করেছি। জানতাম, উইকেট মন্থর। কিন্তু আমাদের ব্যাটিং আক্রমণের পক্ষে ২৪১ রান কঠিন ছিল না। তার জন্য কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল ও রবীন্দ্র জাডেজার কৃতিত্ব অনেক বেশি। তবে মহম্মদ শামি, হার্দিক পাণ্ড্য ও হর্ষিত রানাকে ভুললে চলবে না।

এক সময় অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল সর্বক্ষেত্রে ছিল উপেক্ষিত, আজ সেই পরিস্থিতি নেই : প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ((হি.স.) : আজ এক ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হয়েছেন অসমবাসী। মোদী এখন নিজেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতির ব্র্যান্ড অ্যাম্বেস্যাডর, সরুসজাই স্টেডিয়ামে 'ঝুমইর বিনন্দিনী' শীর্ষক প্রায় ৯ হাজার শিল্পীর সম্মিলিত ঝুমুর নৃত্য অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর, কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও পবিত্র মার্ঘেরিটা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, বেশ কয়েকজন সাংসদ, রাজ্যের সব মন্ত্রী-বিধায়ক, ৬১টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, দেশ-বিদেশের বহু শিল্পপতির উপস্থিতিতে অসমিয়া এবং চা বাগানি ভাষায় 'ঝুমইর বিনন্দিনী' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, উপস্থিত কয়েক লক্ষ দর্শক-জনতাকে সম্ভাষণ করে ভাষণ শুরু করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'অসমের চা-এর সুগন্ধ আছে, সৌন্দর্য্যও আছে। তা একজন চাওয়ালাই অনুভব করতে পারে।' গোটা ভাষণের মাঝে মাঝে তিনি বাংলায়ও তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। ভাষণ শেষে মাদল বাজিয়ে 'ঝুমইর বিনন্দিনী'র শুভারম্ভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

'ঝুমইর বিনন্দিনী'র শুভারম্ভের আগে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ গোটা স্টেডিয়াম গুঞ্জরিত হয়ে পড়েছে চা জনগোষ্ঠী এবং শিল্পীদের অংশগ্রহণে। এখানে চতুর্দিকে কেবল ঝুমর দেখা যাচ্ছে। অসমের চা-এর স্বাদ একজন চাওয়ালা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। চা বাগানের সঙ্গে আপনাদের যেমন সম্পর্ক, আমারও তেমন সম্পর্ক রয়েছে। এর আগে ২০২৩ সালে অসমে এসেছিলাম। তখন ১১ হাজারের বেশি শিল্পী বিহুনৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন। আজও সেই দৃশ্য ভুলতে পারছি না।'

আজ 'ঝুমুইর বিনন্দিনী'র মতো বিশাল আয়োজন করার জন্য অসম সরকার এবং 'তেজস্বী' মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কখন ঝুমুর নৃত্যের অনুষ্ঠান শুরু হবে তা উপভোগ করতে গোটা দেশতো বটেই, বিশ্ব অপেক্ষা করছে। বিশ্ব রেকর্ড গড়ার মুহূর্তে আজ আবারও অসমের চা জনগোষ্ঠীয় পরম্পরাগত বিশাল এউ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি অভিভূত, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'এমন এক সময় ছিল, যখন দেশের কাছে অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছিল উপেক্ষিত। এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকেও অবজ্ঞা করা হতো। কিন্তু আজ সেই পরিস্থিতি নেই। এখন মোদী নিজেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতির ব্র্যান্ড অ্যাম্বেস্যাডর।'

মোদী বলেন, 'কাজিরঙা (অসমের প্রথমসারির জাতীয় উদ্ধান)-য় নৈশ যাপন করে জৈববৈচিত্র্যের বিষয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন দেশের এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী।' তিনি বলেন, 'কয়েকমাস আগে আমি অসমিয়াকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছি। অসমের জনতা নিজের ভাষার জন্য এই সম্মান পেতে দশকের পর দশক অপেক্ষা করছিলেন। একইভাবে অসমের চড়াইদেও মৈদামকে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়েছি। এই স্বীকৃতিপ্রাপ্তির জন্য বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা করে আমরা নিশ্চিত করেছি, অষ্টলক্ষ্মীর রূপে আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেক রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করব। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি ভারতকে বিকশিত হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি সরকার অসমের উন্নয়নে বেজায় কাজ করছে। চা জনগোষ্ঠীকে সহায়-সহযোগিতা করছে। অসম চা নিগমের কর্মচারীদের জন্য বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি হয়। এই পদক্ষেপ বিশেষ করে চা বাগানে কর্মরত মহিলাদের জন্য উপকারী, যে সকল মহিলা গর্ভাবস্থায় রোজগারের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখিন হন। ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া চা বাগানে ৩৫০-এর বেশি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চালু করেছে সরকার।'

মোদী বলেন, 'আজ অসমে বিস্ময়করভাবে উন্নত হয়েছে পরিবেশ। শক্তিতে ভরপুর বায়ুমণ্ডল। উৎসাহ, আনন্দ এবং উত্তেজনায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সমগ্র স্টেডিয়াম। ঝুমুর নৃত্যের সকল শিল্পীর প্রস্তুতি সকলের মধ্যে দৃশ্যমান। আশ্চর্যজনক এই প্রস্তুতিতে চা বাগানের সুগন্ধি ও সৌন্দর্য্য আছে। একজন চা বিক্রেতা ছাড়া চায়ের সুগন্ধি এবং রঙ কে ভালোভাবে জানবে? ঝুমুর এভং বাগানের সংস্কৃতিৰ সঙ্গে আমার এক বিশেষ সম্পর্ক আছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এমন ভব্য অনুষ্ঠান কেবল অসমের গৌরব নয়, ভারতের প্রাচীন-ঐতিহ্যময় বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অসমের সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এখানে এখানে এসেছেন ৬০-এর বেশি দেশের রাষ্ট্রদূত।' অসমের গৌরব বীর লাচিত বড়ফুকনকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দিল্লিতে অসমের এই বীর সেনানির ৪০০-তম জন্মজয়ন্তী অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপন করেছে আমার সরকার। তাঁর ট্যাবলো প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রদর্শন করা হয়েছে। একইভাবে জনজাতীয় সমাজের ঐতিহ্য উদযাপনের জন্য জনজাতীয় গৌরব দিবস পালন করতে যাচ্ছি।' আজকের এই বিশাল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে অসম সরকারের পক্ষ থেকে চা জনগোষ্ঠীয় পরম্পরাগত তীর-ধনুক, চা তোলার খাঁচা ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের আর্থিক স্বাক্ষরতা পরিবার ও সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: মহিলাদের আর্থিক স্বাক্ষরতা পরিবার ও সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মহিলারা জনধন যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ও পিএম উজ্জ্বলা যোজনার মত সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড্ড নাল্লু হোটেল পোলো টাওয়ারে রিজার্ভব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আগরতলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আর্থিক স্বাক্ষরতা সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। এবছরের আর্থিক স্বাক্ষরতা সপ্তাহ উদযাপনের থিম আর্থিক স্বাক্ষরতা-সমৃদ্ধ নারী। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে থাকা আমাদের মতো অঞ্চলে আর্থিক স্বাক্ষরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এধরণের অনুষ্ঠান আর্থিক স্বাক্ষরতা ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে তা দূর করতে সাহায্য করবে। মহিলাদের তাদের নিজ নিজ আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে এই উদ্যোগ সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আরও বলেন, মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ণ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রগতি নয়, তারা দেশ গঠনে, আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও স্বনির্ভর সমাজ গঠনেও মুখ্য পালন করেন। রাজ্যপাল মহিলাদের তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ দৃঢ় করতে, পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অংশীদার হয়ে এক মজবুত সমাজ ও দেশ গঠনের ভাগীদার হওয়ার আহ্বান জানান।

রাজ্যপাল বলেন, নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উদ্যোগ ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির স্থাপন করেছেন। তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও প্রমাণ করেছেন। তা সত্বেও আর্থিক স্বাক্ষরতা বিশেষ করে ডিজিট্যাল ব্যাংকিং, অনলাইন পেমেন্ট, সরকারি ভর্তুকি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে। আজকের দিনেও তারা প্রথাগত ধারণার উর্দ্ধে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। মহিলারা একদিকে যেমন পরিবারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদানাকরী, অন্যদিকে সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ধারক ও বাহক। তারা তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে সমভাবে অংশীদার হচ্ছেন। রাজ্যে আর্থিক স্বাক্ষরতার বিকাশ ঘটিয়ে মহিলাদের ক্ষমতায়িত করার কাজে সবাই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাজ্যপাল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আগরতলা শাখার জেনারেল ম্যানেজার সুরেন্দ্র নিডর। বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাখী বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক এক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও গ্রাহক সচেতনতামূলক ও আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক সাপ্তাহিক পোস্টারের আবরণ উন্মোচন করেন অতিথিগণ।

বাড়ির মালিকের সরলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চুরি করে চম্পট দিল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বাড়ির মালিকের সরলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে কাজ করতে আসা এক শ্রমিক সোনা গয়না ও নগদ টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনা আমতলী থানার ফুলতলী পঞ্চায়েতের মতিনগর এলাকায়। গত কয়েকদিন যাবত বহিরাজ্যের এক যুবক যার নাম লিটন দেব আমতলি থানাধীন ফুলতলী পঞ্চায়েতের মতিনগর এলাকায় মৃত জামশেদ মিয়ার ছেলে লিটন মিয়ার বাড়িতে পাকা বিল্ডিং এর কাজ করছিল। একটা সময় সেই বহি:রাজ্যের শ্রমিক লিটন দেব অসহায়ভাবে জামশেদ মিয়ার ছেলে লিটন মিয়ার কাছে আবদার করে কোন জায়গায় ভাড়া থাকার মতো ব্যবস্থা নেই। তাই তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলে অনেক উপকৃত হবে। অবশেষে সেই বহি: রাজ্যের শ্রমিক লিটন দেবের সেই সরলতার কথা বাড়িতে থাকার সুযোগ করে দেন লিটন মিয়া। যথারীতি তার বাড়ির পাশেই একটি ঘরে থেকে তার বাড়ির মধ্যে পাকা বিল্ডিং এর কাজ করছিল। গতকাল লিটন মিয়া এবং তার পরিবার তার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়িতে এসে দেখতে পায় তার ঘরের আলমিরা সম্পূর্ণ ভাঙ্গা। মুহূর্তের মধ্যেই লিটন মিয়া এবং তার স্ত্রীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তিনি বলেন পাঁচ ভরির অধিক স্বর্ণালংকার, এক লক্ষ ৭০ হাজার নগদ টাকা এবং একটি দামি মোবাইল নিয়ে বহি: রাজ্যের শ্রমিক রাতের অন্ধকারে চম্পট দেয়। পরবর্তী সময়ে লিটন মিয়া এবং তার স্ত্রী একটা সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কারণ দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সম্পদগুলি তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায় সেই যুবক। পরে আমতলী থানায় খবর দিলে পুলিশ ছুটে আসে। এদিকে লিটন মিয়ার স্ত্রী জানান একটি গাছ দিয়ে দ্বিতল পাকা বাড়ির উপরে উঠে জানালার মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আলমিরা ভেঙ্গে সবকিছু নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষকের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহর ভগবাননগরস্থিত বেসরকারি হাসপাতালের সন্নিকটে এক বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরিকান্ড সংঘটিত করে চোরের দল। আইটিআইয়ের শিক্ষক অরুণ চন্দ্র দে গতকাল রাত নয়টা নাগাদ শহরে আসেন। উনার পুত্র পড়াশোনার সূত্রে রাজস্থানে থাকে। তার সাথে অরুণ চন্দ্রদের স্ত্রী রাজস্থানের বসবাস করেন। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়ির পেছন দিকের কাঁচের জানালা ভেঙ্গে ঘরের ছিটকিরি খুলে আলমারি ভেঙ্গে নগদ পনের হাজার টাকা সহ চার ভরি স্বর্ণের অলংকার চুরি করে নিয়ে যায় চোর। শহর থেকে অরুণ চন্দ্র দে বাড়িতে আসার পর রাতে ঘুমাতে যাবার সময় বিষয়টি তার নজরে আসে। পিছনের দরজা খুলা দেখে তিনি সাথে সাথে আলমারিতে গিয়ে দেখেন আলমারি ভাঙ্গা। আলমারিতে স্বর্ণের অলংকার নেই। প্রায় এক বছরে শহরে বেশ কয়েকটি এ ধরনের চুরি কান্ড সংঘটিত হয়েছে। এধরনের ঘটনায় মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন।

কৃষকদের কল্যাণে সরকার অনেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: কৃষকদের কল্যাণে সরকার অনেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। সরকারের লক্ষ্য কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তোলা। আজ শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমনুস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। উল্লেখ্য, বিহারের ভাগলপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্তৃক পিএম কিষাণ যোজনার ১৯তম কিস্তির টাকা প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভাগলপুরের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ৯ কোটি ৭ লক্ষ সুবিধাভোগী কৃষকদের মধ্যে পিএম কিষাণ যোজনার ১৯তম কিস্তির টাকা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন সমবায়মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হর্টিকালচার রিসার্চের পরিচালন কমিটির সদস্য প্রদীপ বরণ রায়, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহঅধিকর্তা রাজীব চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বীরচন্দ্রমনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট বি কে নন্দা। কৃষি প্রযুক্তির নানা বিষয় অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কৃষি সহায়ক সামগ্রী।

দুটি গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: গাড়ি ও অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুইজন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা গিয়েছে। আজ দুপুরে বক্সনগর অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সামনে ওই দূর্ঘটনায় স্থানীয় মানুষ পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গিয়েছে ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে টিআর০৭বি০৫৮০ নম্বরের একটি প্রাইভেট গাড়ি বিশালঘর থেকে বক্সনগরের দিকে আসছিল। ওই সময় টিআর০৭এ৩৮২১ নম্বরের একটি অটোকে পেছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা দেয় ওই গাড়িটি। দুটি গাড়িই ঘটনাস্থলে উল্টে গিয়েছে। তাতে অটো চালক সাইফুল ইসলাম এবং গাড়ি চালক সুশিল সূত্রধর গুরুতর আহত হয়েছেন। সাথে সাথে সানীয়রা কলমচৌড়া থানায় খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত দুজনকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই হাপানিয়া মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এদিকে, ওই দূর্ঘটনায় অটো চালক গুরতর আঘাত পেয়েছে বলে জানান বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ শ্যাম দেববর্মা।

পানীয় জলের দাবিতে ফের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ফের পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধে করলো এলাকাবাসীরা। সোমবার সকালবেলা কৈলাসহর নুরপুর এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এলাকাবাসী।

নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মইনপুর ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সমস্যা। স্থানীয়রা লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মহকুমা শাসককে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পাশাপাশি নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এনইসি বাসিন্দারা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ভারত সরকারের জনদরদী সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত এনইসি কলোনীবাসী, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। জম্পুইজলা খুমলুঙ অন্তর্গত এনইসি কলোনীর ১৬টি পরিবার ২০১৮ বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত সরকারের জনদরদী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অভিযোগ জনজাতির সমস্ত পরিবারের।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, জল জীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বল যোজনা কিছুই মিলেনি বলে অভিযোগ। এই কলোনীর সবকটি পরিবারই দরিদ্র্য সীমার নিচের অর্থাৎ রেশন কার্ড থাকলেও নেই কোনরকম সুযোগ-সুবিধা। স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের পর আর এই এলাকাতে দেখা যায়নি। তাই স্থানীয় জনগন সরকারের নিকট প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, পানীয় জল, রাস্তাঘাট মেরামতের দাবি জানান। এখন দেখার এই এনইসি কলোনীবাসীর আবেদনে সরকার সাড়া দেন কিনা। সেদিকে তাকিয়ে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। স্থানীয় জনজাতি রাজনৈতিক দল তিপরা মথার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকাবাসীরা। তাদের কোনো সাহায্য করা হয়নি, এমনটাই দাবি তাদের।

বাজেটের সমর্থনে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই মন্ডল মহিলা মোর্চার আহ্বানে চলমান কেন্দ্রীয় বাজেটের সমর্থনে আজ খোয়াই পুরাতন টাউন হলে প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী মিমি মজুমদারের উপস্থিতিতে হল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত হল সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা, খোয়াই জিলা সভাধিপতি তথা মহিলা মোর্চা জেলা সভানেত্রী অপর্ণা সিংহ রায়, জেলা সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস এবং বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি অনুকুল দা সহ জেলা ও মন্ডল পদাধিকারীগন।

এটিএম কাউন্টারে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি: আজ সকাল ৭টা নাগাদ উদয়পুরের মাতাবাড়ি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে হঠাৎ করে আগুন লাগে। পথচলতি জনগণ আগুন দেখতে পেলে দ্রুত খবর দেয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পাওয়ার পর, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পান, মাতাবাড়ি ভিআইপি গেইট সংলগ্ন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারের ভিতরে আগুন লেগেছে এবং সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াচ্ছে। দমকল কর্মীরা তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল। তবে, এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তদন্ত করা হবে বলে জানান তারা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো সম্ভব হয়নি, যতক্ষণ না পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মীরা এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। এ ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রণামী গণনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: দুই মাস তিন দিন পর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রণামী বাক্স খোলা হয়েছে। সোমবার সকাল নয়টা থেকে প্রণামী গণনা শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ও সুশৃংখলভাবে গণনা প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি কালেক্টর কালিদাস ঘোষ।

এদিন ১৫টি প্রণামী বাক্স এবং একটি সিন্ধুক খোলা হয়। গণনার কাজে ১৫ জন কর্মী নিয়োজিত ছিলেন। প্রাপ্ত প্রণামী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের সেবার কাজে, মন্দির পরিচালনা এবং উন্নয়ন কার্য্যক্রমে ব্যবহৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পুষ্পস্তবক ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ এবিভিপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: পুষ্পবর্ষণ ও চন্দনের ফোটায় পরীক্ষার্থীদের বরণ করলো এবিভিপি। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ ইংরেজি শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা।সোমবার উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশালগড় মহকুমার বনেদি স্কুল বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কড়ুইমুরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়েও শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশালগড় মহকুমার মোট সাতটি স্কুলের ৬০০ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসছে।

সংবাদমাধ্যমে জানান বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল দাস। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্ভিগ্নে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা দিতে পারে তার সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিল। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে পাঠিয়ে দিয়ে অভিভাবক অভিভাবিকার কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় সেই কথা মাথায় রেখে বিশালগড়ের বিধায়কের মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবনা প্রশান্ত নিলয়ের ব্যবস্থা করেন বিধায়ক।প্রশান্ত নিলয়ে অভিভাবক অভিভাবিকারা স্বস্তিতে বসে জল পান করার ব্যবস্থাও রেখেছেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

বিধায়কের এই ব্যবস্থাপনায় অভিভাবক অভিভাবিকা মহলে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

অন্যদিকে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জেলা কর্মকর্তারা পরীক্ষার্থীদের পুষ্পবর্ষণ এবং চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে পরীক্ষার্থীদের হলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। সব মিলিয়ে আনন্দ ও উৎসুকের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরীক্ষা দিতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশালগড়ে। পরীক্ষার্থীরা যথাসময়ে যেন তাদের সেন্টারে পৌঁছাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিধায়ক বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে সমস্ত অটো গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন।একই চিত্র লক্ষ করা গেছে উত্তর জেলার ধর্মনগরেও। রাজ্যে শুরু হওয়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার পরিষদ ধর্মনগর নগর শাখার পক্ষ থেকে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ধর্মনগর নগর শাখার পক্ষ থেকে সকল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। ধর্মনগর মহকুমার যে সকল বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার রয়েছে সে সকল সেন্টারে আসা পরীক্ষার্থীদের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শুভেচ্ছা জানান অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ধর্মনগর নগর শাখার সদস্য সদস্যাগণ। তাছাড়া সকল পরীক্ষার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে হাতে কলম তুলে দেওয়া হয় বলে জানান অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ধর্মনগর নগর শাখার সম্পাদক অনিকেত দেব।গোটা রাজ্যের সাথে কমলপুর বিভিন্ন স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কমলপুরের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের খুবই তৎপর থাকতে দেখা গেছে। সরকারি নিয়মানুযায়ী কমলপুর এক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের অন্য স্কুলগুলিতে সিট পড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ভালভাবে দেওয়ার লক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কমলপুর শাখার কর্মকর্তারা পরিক্ষার্থীদের চন্দনের ফোঁটা ও ফুল ছিটিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এই চিত্র দেখা গেছে কমলপুর শহরের মাদ্রাসা দ্বাদশ শ্রেণী, পিএম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী এবং কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে। এতে প্রতি পরিক্ষার্থীরা বেশ খুশি হয়েছেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষণ শিবির।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas